রাখিবন্ধন

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপটমুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

মুদ্রাকর—স্বকুমার চৌধুরী

বাণীশ্রী প্রেস

৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দেড় টাকা

কাব্য ও সমালোচন-শিল্পী অনুজোপম

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

করকমলেষু—

চরিত্র-পরিচয়

ভবদেব	কলেজের প্রিন্সিপ্যাল
প্রিয়নাথ	,, অধ্যাপক
আবদুল জব্বার	কারবারের মালিক
আসরাফ	,, কর্মচারী
টমসন	পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
যজ্ঞেশ্বর	,, ইন্‌স্পেক্টর
পূর্ণ	,, সাবইনস্পেক্টর
অধর, দ্বিজপদ, গণপতি	,, কনেষ্টবল
কুমুদনাথ (কেশব)	কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র
আজিজ, নিশানাথ, সুশীল, বিপিন, সেলিম, মনোহর	কলেজের ছাত্র
মুরারি	ভবদেবের ছেলে
আব্বাস	জব্বারের দৌহিত্র
শিশির, যোগেশ, ভোলা, অনিল	ভলণ্টিয়ার
অনিরুদ্ধ	মলিনার ভাই
বিধু	কৃষক
ভিখারি, ছাত্রগণ ইত্যাদি	
উমা	ভবদেবের মেয়ে
হামিদা	আজিজের মা
মলিনা	কেশবের স্ত্রী
ইলা	মেয়ে-ভলণ্টিয়ার

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের গানটি স্বদেশিযুগের বিখ্যাত গীতিকার কামিনীকুমার ভট্টাচার্য (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) রচিত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মফস্বল-শহরে একটি কলেজের কক্ষ

৩০ আশ্বিন, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

দেয়ালে মহামানবদের ছবি—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, মহসীন ইত্যাদি। প্রিয়নাথ সেনের অনার্স ক্লাস। সব ছাত্র প্রেক্ষাগৃহের গোচরীভূত নয়—কয়েক জনকে মাত্র দেখা যাচ্ছে। ব্লাকবোর্ডের গায়ে বাংলার মানচিত্র টাঙানো।

প্রিয়নাথ উঠে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

প্রিয়নাথ। (ম্যাপ দেখাচ্ছেন) এই আমাদের বাংলা—সুজলা সুফলা সর্বসম্পদে সমৃদ্ধা বাংলাভূমি। সমুদ্রের সর্বশেষ সন্তান, নিখিল ভারতবর্ষের মধ্যে নিজ স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত। বাংলার সুন্দরবনে রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার থাকে—রূপে ও শক্তিতে সারা পৃথিবীর মধ্যে যারা অতুলন। বাংলার ঘরে ঘরে বীর্যবান বীর তরুণেরা—যাদের আত্মোৎসর্গ পৃথিবীকে বিস্ময়মুগ্ধ করেছে।…দিল্লির প্রভুত্ব অস্বীকার করে দূর অতীত থেকে এই বাংলা বারম্বার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বারোভূঁইয়ার প্রতাপে কীর্তিমান বাংলা—সীতারামের সাধনার বাংলা, সিরাজদ্দৌলার স্বপ্নের বাংলা। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছে—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, তারা বাঙালি। পলাশির যুদ্ধে নয়—জুয়াখেলায় জালিয়াত ক্লাইব বিজয়ী হল, সেদিন ভাগীরথী-প্রান্তে আম্রবনচ্ছায়ে মোহনলাল-মীরমদনের রক্ত একত্র মিশে মহাতীর্থের সৃষ্টি হল এখানে। নীল-বিদ্রোহে থর-থর কেঁপেছে বিদেশি শাসক আর

সওদাগরের জাতি। করমু না—নীল করমু না—নীল করমু না মোরা······হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, বীর চাষি বাঙালি তারা।

সেলিম। ক্লাসের বই পড়াবেন না ?

নিশা। না স্যার, সত্যিকার পড়া হোক আজকে, এই তিরিশে আশ্বিন রাখিবন্ধনের পবিত্র দিনে—

প্রিয়। বাঙালির মস্তিষ্ক চালনা করে ভারতবর্ষকে। বাংলা যা ভাবে, সমগ্র দেশের তাই ব্রত হয়ে ওঠে পরদিন। বিদেশিদের আতিথ্য দিয়ে দেশকে শৃঙ্খলিত করবার সুযোগ দিয়েছিল একদা বাংলারই কলঙ্কী কয়েকটি অভিজাত—বাংলার সন্তানেরাই অগ্রণী হয়েছে সেই মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত্তে। জাতীয় সংগ্রামে প্রধান নেতৃত্ব বাংলার। প্রফুল্ল চাকি ক্ষুদিরাম কানাইলাল সত্যেন—যুগযুগান্তের ইতিহাসের মানুষ এঁরা—

ছেলেরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

নিশা। নমস্কার জানাই তাঁদের উদ্দেশে—

প্রিয়। দেশ মূক বেদনায় হাহাকার করছে, কিন্তু মুখ খোলবার উপায় নেই বিদেশির বজ্র-শাসনে। বাংলার বুকে ছুরি মেরে কার্জন দু'টি হৃৎপিণ্ড আলাদা করে দিয়েছে। এদিকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা, ওদিকে পূর্ববঙ্গ-আসাম। আমাদের প্রাণশক্তি বিচূর্ণ করতে চায় ওরা। সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকবে না, ভাষাও আলাদা হয়ে উঠবে ক্রমশ। মুসলমানদের বোঝানো হচ্ছে, সম্পূর্ণ পৃথক জাতি তাঁরা—বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে পূর্ববঙ্গে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন, সকল-রকম সুখসুবিধা পাবেন, একাধিপত্য হবে তাঁদের সেখানে।

সেলিম। কথা কি একেবারে মিথ্যে স্যার ?

আজিজ। শুনতে অতি চমৎকার। তলিয়ে না বুঝলে নির্ঘাৎ ফাঁদে পড়ে যেতে হবে।

প্রিয়নাথ। ঠিক বলেছ আজিজ। হিন্দুর অপরাধ আছে—অজস্র অমেয় অপরাধ। সংখ্যা সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যে বলিষ্ঠতর হয়েও তারা মুসলমানদের মনে আস্থা আনতে পারে নি। এতকাল একত্র থেকেও ধর্মীয় প্রশ্ন কেন ওঠে এখনও? অবশ্য এ-ও মানি, হিন্দুর চেয়ে তৃতীয় পক্ষের কূট-কৌশল বেশি দায়ী এই অবস্থার জন্য। ইংরাজ কখনো হিন্দু কখনো বা মুসলমানকে কোল দিয়ে বিভেদ প্রখর করে তুলেছে। এই বিভেদের সুযোগ নিয়েই তারা বাংলার বুকে সর্বনাশা শেল হানতে সাহস করল। হিন্দু-মুসলমান নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরবে—আর জগতের সামনে উভয় জাতির শুভার্থী অভিভাবক সেজে শাসন ও শোষণ ওরা অব্যাহত চালাবে, এই মতলব—

নিশা। হতে দেব না আমরা কিছুতেই। ঘাড় ধরে সমুদ্র-পারে ওদের বিদায় করব—

আজিজ। বাইরের শত্রু ঐ ইংরেজ আগে বিদায় হোক। তার পরেও যদি বোঝাপড়ার দরকার থাকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে—

আজিজের কথা শেষ হল না। কোলাহল উঠল বাইরে। প্রিন্সিপাল ভবদেব ঘোষাল দ্রুত প্রবেশ করলেন।

ভবদেব। বিষম গোলমাল বাইরে। বন্দেমাতরম্ বলা বে-আইনি—ছেলেরা তাই বন্দেমাতরম্-ব্যাজ এঁটে মিছিল করে চলেছে। ক্ষেপে গিয়েছে টমসন সাহেব।···আমাদের কোন ছেলে যেন ওদিকে না যায়। খুব সাবধান—

প্রিয়নাথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ভবদেব বেরিয়ে গেলেন।

মনোহর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—খুব সাবধান!

নিশা। ভীরু কোথাকার!

মনোহর। নিষ্ফল চিৎকার আর বাজে হাঙ্গামায় লাভটা কি হবে শুনি?

নিশা। খিল এঁটে ঘরের মধ্যে বসে থাক মনোহর, বাজে হাঙ্গামায় জড়িয়ে না পড়। কানে'ছিপি এঁটে দাও, নিষ্ফল-চিৎকার কানে ঢুকবে না।

আজিজ। আমাদের ছুটি হল না স্যার, আজকের এমন একটা দিনে ?

প্রিয়। সরকারি সাহায্য পায় আমাদের কলেজ।

নিশা। (জানলা দিয়ে তাকিয়ে) মুক্ত আলোয় ঐ—ঐ দেখুন সকলে বুক ফুলিয়ে চলেছে—

প্রিয়। আর এই সময়টাই আমাদের ইতিহাসে-লেখা ইংরেজ-প্রশস্তি পড়িয়ে যাবার কথা।

বাইরে ভবদেবের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল—

[ভবদেব। ফটক বন্ধ কর। কেউ ঢুকে পড়তে না পারে!]

কুমুদনাথ দ্রুত প্রবেশ করল। গায়ে চাদর জড়ানো। ধূলিধূসর চেহারা। বুকের উপর চাদরে-আঁটা বন্দেমাতরম্-ব্যাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

প্রিয়। একি কুমুদ ? কি হয়েছে ?

কুমুদ। বন্দেমাতরমের ব্যাজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ে দলছে—

আজিজ। এ্যাঁ ?

কুমুদ। হ্যাঁ ভাই, আমাদের হৃৎপিণ্ড উপড়ে উপড়ে ছিঁড়ছে। হাত মুচড়ে রাখিও কেড়ে নিচ্ছিল—পারে নি। রাখিসুদ্ধ এই হাতেই টমসনের মুখে ঘুষি মেরে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েছি।

প্রিয়। সবচেয়ে আমাদের বড় অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে নি—ভাইয়ে ভাইয়ে ঐ মিলন-রাখি।…পরিয়ে দাও আমায়। পরিয়ে দাও ওদের হাতে। ক্লাসের ভিতর বন্দী থেকে ছটফট করছে ওরা। …পারবে পরাতে ?

কুমুদ অনেক কষ্টে এক হাত দিয়ে প্রিয়নাথের হাতে রাখি পরাল। তাকে প্রণাম করল। প্রিয়নাথ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কুমুদ আজিজের হাতে পরাতে গেল।

আজিজ। দেশের মাটি ভাগ করেছে ওরা, কিন্তু মানুষ আমরা কিছুতে আলাদা হব না। হব না—হব না। ভায়ে ভায়ে এক হলাম এই হলদে রাখি পরে।

প্রিয়। সেদিন অবধি কুমুদ এখানকার ছাত্র ছিল। ছোটভাই তোমরা। রাখি ও পরাতে পারছে না। তোমরা ওর হয়ে পরিয়ে দাও সকলের হাতে।

কুমুদের কাছ থেকে রাখি নিয়ে ছেলেরা পরস্পরের হাতে পরাচ্ছে। কলগুঞ্জন উঠতে প্রিয়নাথ থামিয়ে দিলেন।

প্রিয়। চুপ! একটি কথা নয়: আজিজ যা বলল অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি কর সেই মহাসঙ্কল্প। সব বিরোধ ভুলে গিয়ে মহাদুর্দিনে আমরা এক হলাম—আমরা এক হলাম। মাথার উপর শয়তানের রক্তদৃষ্টি। জাতীয় অভ্যুত্থানের পালটা শোধ নিতে ইংরেজ আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে—

আজিজ। আমরাও তৈরি স্যার—

প্রিয়। না, মুখের কথা এটা। সংগঠন নেই, পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসের অন্ধকারের মধ্যে উসকে দিচ্ছে ওরা পিছন থেকে। শক্তি কোথায় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবার? প্রস্তুতি চাই—লোহার দুর্গের মতো উন্নতশীর্ষে আমরা এক হয়ে দাড়াব। আমার দেশকে যারা শ্মশান করে তুলল, দেশের এক ইঞ্চি ভূমির উপর তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেব না।

অপেক্ষাকৃত কমবয়সি একটি ছেলে প্রবেশ করল। তার নাম সুশীল।

সুশীল। পুলিশ ঢুকে পড়েছে কম্পাউণ্ডে। কুমুদ-দাকে খুঁজছে।

মনোহর এগিয়ে এসে কুমুদের হাত ধরে নিয়ে গেল ছাত্রদের মধ্যে।

মনোহর। বসে পড় কুমুদ-দা। ক্লাসে ঢুকে দেখি কে আমাদের মধ্য থেকে ধরে আমাদের দাদাকে!

প্রিয়। দুয়োরের খিল আঁটো আজিজ।···হ্যাঁ। আর ঐ পিছন-দরজা খুলে দাও।···পুকুরের ওধারে বাঁশবাগান। যাও কুমুদ, লুকিয়ে থাকগে সমস্ত দিনমান। রাস্তায় বেরিও না।

সুশীল। ওরা হন্যে-কুকুরের মতো ঘুরছে। টুঁটি চেপে ধরবে। যান—চলে যান—

আজিজ। কুমুদ-দাকে পালাতে বলছেন ওদের ভয়ে ?

প্রিয়। ভয়ে নয়—ধ্বংসের আয়োজনে। সর্বত্যাগী মুক্তি-সৈনিক—দুঃসহ নির্যাতন তো আছেই অদৃষ্টে। যতদিন পার বাইরে থেকে লোকের মনের আগুনে ইন্ধন দিয়ে যাও। পশুশক্তি বিমুক্ত আলোয় সত্যকথা বলতে দিচ্ছে না—

কুমুদ। তাই বাঁকাচোরা গোপন পথে চলল জাতীয় প্রতিবাদ—

কুমুদ যেতে গিয়ে ফিরল। ফিসফিস করে কি বলল ক-জনকে, তারপর পিছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রিয়। পড়ানো যাক এবার। শোন তোমরা।

সেলিম। হ্যাঁ স্যার—

প্রিয়। ওদিকে চেয়ে কি হচ্ছে নিশানাথ ? মনোযোগ দাও।

নিশা। বাইরে অত্যাচার—আর দরজা এঁটে কেমন করে পড়াশুনো করি স্যার ?

প্রিয়। লড়াই চলতে থাকে, কারখানা তখন বন্ধ হয় না একটা দিনও। লোহা ঢালাই চলে, কামান-বন্দুক গুলি-গোলা তৈরি হয়। নইলে লড়াইয়ে হার হয়ে যাবে অস্ত্রের অভাবে—

সুশীল। আমরা কি বন্দুক-কামান ?

প্রিয়। তার চাইতেও বেশি। দেশময় বিপ্লবের বন্যা বয়ে যাবে, তখনও একটি ঘণ্টার জন্য ইস্কুল-কলেজ বন্ধ না থাকে! তরুণ মন বীর্য আর দেশপ্রেমে উদ্বোধিত করে শাণিত অস্ত্র গড়বার কারখানা এটা।

সুশীল। কি পড়াবেন ?

প্রিয়। ইতিহাসের ঘণ্টা—ইতিহাসই পড়াব।

সেলিম। পড়ার বই পড়াবেন কিন্তু স্যার।

আজিজ। সে তো বিকৃত ইতিহাস—

প্রিয়। ইতিহাসকে প্রয়োজন অনুযায়ী ওরা তৈরি করে নিয়েছে—

সেলিম। কি করা যাবে ? পরীক্ষায় আসবে যখন ঐ ইতিহাস থেকেই--

মনোহর। সুযোগ পেলে আমরাও আমাদের দরকারিমাফিক এমনি তৈরি করে নিতাম।

প্রিয়। সত্যি কথা, মনোহর। এ সংঘর্ষসঙ্কুল জগতে সকল দেশে ঐ এক রীতি। যদি কোনদিন বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়, খাঁটি ইতিহাসের কথা ভেবো সেইদিন।···সৈনিক যখন অস্ত্র চালায় তার হাতের দক্ষতার দরকার—কিন্তু তার চেয়ে বেশি দরকার যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হানবে, তাদের প্রতি ঘৃণা—নিবিড় নিদারুণতম ঘৃণা। ঘৃণা না করলে মানুষ কি মানুষকে হনন করতে পারত এমন অকুণ্ঠে ? ইতিহাস হল তরুণ মনে ঘৃণা জন্মাবার অমোঘ যন্ত্র।······এখন এই বিক্ষুব্ধ ক্ষণে ইংরেজের তৈরি ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস নয়—আমি সংক্ষেপে শোনাব, অন্নভিক্ষুক যুক্তকর ইংরেজের এদেশে প্রথম-আগমন থেকে আজকের রক্তশোষক ইংরেজি লৌহ-শাসনের দিন অবধি—

বাইরে থেকে ভবদেব ও পুলিশ ইনস্পেক্টর যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর কণ্ঠ আসছে।

[নেপথ্যে, বদেব। দুয়োর খুলুন—]

[নেপথ্যে যজ্ঞেশ্বর। দুয়োর দিয়ে পড়াচ্ছেন—কি ব্যাপার ?]

প্রিয়। হল না। তোমার প্রস্তাব মতোই চলুক তবে সেলিম। ···বস, ঠিক হয়ে বস তোমরা। ক্লাসের বই খোল।

প্রিয়নাথ উচ্চৈঃস্বরে পড়াতে লাগলেন—

প্রিয়। পরম-কারুণিক ইংরেজ এদেশে পদার্পণ করিয়া সকল দিক দিয়া আমাদের প্রভূত উন্নতি-সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা রেল-লাইন টেলিগ্রাফ ডাকঘর ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন, রাস্তাঘাট তৈয়ারি করিয়াছেন। প্রজাদের ধন-প্রাণ আজ সম্পূর্ণ নিরাপদ—

[নেপথ্যে ভবদেব। দুয়োর খুলুন—]

প্রিয়নাথ উঠে দুয়োর খুললেন। ভবদেব যজ্ঞেশ্বর ও পুলিশ-সাবইনস্পেক্টর পূর্ণ ঢুকল।

ভবদেব। দুয়োর এঁটেছিলেন কেন ?

প্রিয়। পড়াশুনা তপস্যা। গণ্ডগোলে বড় ব্যাঘাত ঘটে।

ভবদেব। (ব্যঙ্গস্বরে) তপস্বী ব্যক্তি ! এমন একাগ্র তপস্যা চলছিল যে দুয়োর ভেঙে ফেললেও হুঁস হয় না।

যজ্ঞেশ্বর। সত্যি—বড় চমৎকার পড়াচ্ছিলেন, খুব তদ্গত হয়ে পড়াচ্ছিলেন আপনি। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল। এমন নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা দুর্লভ আজকালকার দিনে।

ভবদেব। শিক্ষা-বিভাগে এমন পরিপক্ক লোক দুর্লভ সত্যিই।

প্রিয়। দেশের উপরওয়ালা আপনারা। আপনার প্রশংসায় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি যজ্ঞেশ্বর বাবু।

যজ্ঞেশ্বর। কালেক্টরকে আমি বলব আপনার কথা। যাতে আপনার সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়—

ভবদেব। বলব আমিও। শুধু মুখে নয়—কিঞ্চিৎ লিখিত বৃত্তান্তও আছে।...বিকালে আমার সঙ্গে আমার কোয়ার্টারে যাবেন প্রফেসার সেন। কালেক্টরের কাছে যাবার আগে একটুখানি আলোচনা করতে চাই।

বাইরের দিকে নজর পড়ে ভবদেব বিষম ব্যস্ত হলেন।

ভবদেব। আরে—খোদ টমসন সাহেব এসে পড়েছেন যে !

ব্যস্ত হয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আজিজ যজ্ঞেশ্বরের হাতে রাখি পরাতে গেল। যজ্ঞেশ্বর হাত সরিয়ে নিলেন।

যজ্ঞেশ্বর। কি ?

আজিজ। রাখি পরাব। আজকের দিনে দেশের মানুষ. কেউ পর নয় আমাদের কাছে। পুলিশও নয়।

যজ্ঞেশ্বর। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) জান, এর পরিণামটা কি ?

আজিজ। (আবদারের সুরে) সন্দেশ খাওয়াবেন—

যজ্ঞেশ্বর। খুব যে আস্পর্ধা ! কে হে এই ফাজিল ছোকরা ?

প্রিয। খাঁ সাহেব আব্দুল জব্বার মিঞার ছেলে।

যজ্ঞেশ্বর অনেকটা নরম হলেন।

যজ্ঞেশ্বর। খাঁ সাহেব—মানে যাঁর কাপড়ের কারবার, চালের কারবার, রাখিমালের কারবার···আমাদের খাঁ সাহেব ?

প্রিয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, খাঁ সাহেব আপনাদেরই—

যজ্ঞেশ্বর। এমন সজ্জন তোমার বাপ। তাঁর ছেলে হয়ে যত সব হিন্দুর সঙ্গে দল পাকিয়ে বেড়াচ্ছ ?

আজিজ। হিন্দু তো আপনিও। আপনার সঙ্গে দল পাকাতে যাই কই ?

যজ্ঞেশ্বর। (কঠোর কণ্ঠে) বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু—

আজিজ। হিন্দু বলছি—এত রাগছেন কেন তাতে ?

সেলিম। সত্যিই তো ! জাত-বেজাতের কথা টেনে আন কেন আজিজ ?

প্রিয়। এঁরা সরকারি লোক। হিন্দু নন, মুসলমানও নন—

হাণ্টার হাতে টমসন উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করল। সঙ্গে ভবদেব।

টমসন। বুঝলে চক্রবর্তী, কুমুদ রাস্কেলটা পাঁচিল টপকে কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বেড়াজালে আটকানো হয়েছে, পালাবার উপায় নেই।···এ কি, কি হয়েছে তোমার ?

যজ্ঞেশ্বর। হুজুর, আমার হাতে পর্যন্ত রাখি পরাতে যাচ্ছিল এই ছেলেটা—

ভবদেব। খাঁ সাহেবের ছেলে—তার এই কাজ।

টমসন। অত্যন্ত সৎসাহসী খাঁ সাহেব। সবাই আজ দোকান বন্ধ করেছে, বাজারের মধ্যে একলা তিনি খুলে রেখে বসে আছেন দেখে এলাম—

সুশীল ও নিশানাথ মৃদুকণ্ঠে বলাবলি করছে—

সুশীল। কি রকম করছে দেখ যজ্ঞেশ্বর। হাত যেন জ্বালা করছে—

নিশা। কুমুদ-দার ঘুষিতে সাহেবের চোয়াল জ্বালা করছে—তার চেয়েও বেশি।

টমসন। বিষম ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠেছে ছেলেগুলো। অভিভাবকদের চুপচাপ থাকলে চলবে না।···খাঁ সাহেবকে ডাকতে পাঠাও চক্রবর্তী—

যজ্ঞেশ্বর ইঙ্গিত করতে পূর্ণ ছুটল।

ভবদেব। এসে নিজের চোখে দেখে যান ছেলের কীর্তি—

প্রিয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। বুড়োদের দেখা দরকার, কি করছে আর কি করতে যাচ্ছে ছেলেছোকরার দল—

টমসন। মিস্টার প্রিন্সিপাল, ক্লাস ছেড়ে দিন এক একটা করে। গেটে ও.সি. নিজে দাঁড়িয়ে। সমস্ত বিল্ডিংটা ঘিরে আমাদের লোক। দেখি, কোথায় যায় কুমুদ শয়তান।

ভবদেব। প্রফেসার সেন, ছেড়ে দিন তবে আপনার ক্লাস—

যজ্ঞেশ্বর। সেন? পুরো নামটা কি?

প্রিয়: শ্রীপ্রিয়নাথ সেন—

যজ্ঞেশ্বর। রাজভক্ত অতি সদাশয় ব্যক্তি। ওঁর পড়ানো শুনছিলাম বাইরে থেকে—

ভবদেব। আমিও শুনেছি অনেক কিছু। আগে ফয়শালা হয়ে যাক—তারপর সকলকে জানাব। বিকেলে যাচ্ছেন তো প্রিয়নাথবাবু?

প্রিয়নাথ ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরাও বেরুচ্ছে। আজিজ যাচ্ছিল, টমসন নিষেধ করল।

টমসন। তুমি দাঁড়িয়ে যাও। তোমার বাপকে খবর দিয়ে পাঠানো হয়েছে—

পূর্ণ ফিরে এল।

পূর্ণ। খাঁ সাহেব আসছেন। · ওদিকে বিষম কাণ্ড স্যার। ক্লাস থেকে বেরিয়ে ছেলেরা বড় কেউ বাড়ি যায় নি। উঠোনে জমায়েত হয়েছে। বিলাতি কাপড় জমিয়ে পাহাড় করেছে। আগুন দেবে।

টমসন। কোথায়?

পূর্ণ। ঐ যে—কলেজের ঐ মাঠে—

ভবদেব। কি সর্বনাশ! কি করি আমি এখন?

টমসন। আর্মড পুলিশ বাজারে মোতায়েন আছে। ছুটে যাও চক্রবর্তী। চার্জ করুক তারা এসে—

যজ্ঞেশ্বর দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

ভবদেব। উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেব না কলেজ-কম্পাউণ্ডের ভিতর। কিছুতেই না। · আমি কি করি!

ভবদেব বেরুলেন। টমসনও বেরুচ্ছিল খাঁ সাহেব আব্দুল জব্বার প্রবেশ করলেন এই সময়।

টমসন। শুনেছেন তো, আপনার ছেলেব কি অধোগতি হয়েছে? স্কাউণ্ড্রেল কুমুদটার দলে মিশেছে সম্ভবত।···কথা বলতে থাকুন-— আমি আসছি ঠাণ্ডা করে ওদিকটা।

টমসন চলে গেল।

জব্বার। তুমি ঐ ওদের দলে মিশেছ, আমার বড় দুঃখ হয়

আজিজ। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ তো আমাদেরই স্বার্থে। আমাদের ষোলআনা লাভ এতে।

আজিজ। মুসলমান-হিন্দু কারো নয়—লাভ ঐ টমসনদের। বাংলার হৃৎপিণ্ড দু-টুকরো করে আরও দীর্ঘকাল ওরা নির্বিঘ্নে রক্ত শোষণ করতে পারবে।

জব্বার। হিন্দু বন্ধুরা মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে তোমার—

আজিজ। না আব্বাজান, বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে সাহেবরাই তোমাদের মনে। মুসলমানের উপর দরদ আজ উথলে উঠছে, কিন্তু বেশি শত্রুতা বরাবর ওদের মুসলমানের সঙ্গেই। ১৮৫৭-র স্বাধীনতা-যুদ্ধে—সিপাহি-বিদ্রোহ নাম দিয়েছে ওরা যার—জীবন্ত মানুষের গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে রাখত। অধিকাংশই তাদের মুসলমান। হডসন সাহেব বাদশাজাদাদের মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে এনে দিল্লীর চাঁদনি-চকে গুলি করে মারল—গলিত বিকৃত শব তিনদিন ফেলে রাখল ইংরেজের বিরুদ্ধতার প্রতিফল সবসাধারণকে দেখাবার জন্য।

জব্বার। সে সব দিন পালটে গেছে। ইংরেজ এখন ন্যায়-বিচার করতে চাচ্ছে মুসলমানদের প্রতি—

আজিজ। সংগ্রাম থেকে আমাদের দূরে রাখতে চাচ্ছে। জাগ্রত প্রতিহিংসাপর মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার আফিং খাইয়ে দৃষ্টি আবিল করতে চায়। ওহাবি-আন্দোলনের স্মৃতি ওরা ভোলে নি—আন্দামানে লর্ড মেয়োর শোচনীয় মৃত্যু। তিতুমীরের আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস ও একক সংগ্রাম এখনও শঙ্কিত করে ওদের।—

বাইরে কোলাহল। গুলির আওয়াজ। আজিজ ব্যাকুল হল।

আজিজ। ঐ · চার্জ করছে ওদের উপর—

জব্বার। যেও না আজিজ ওদিকে। যাচ্ছেতাই হোকগে—তোমার কি?

আজিজ। ওরা বন্ধু, ভাই, সহপাঠী আমার। বিলাতি জিনিষ পোড়াচ্ছে—মারছে ওদের সেইজন্য।···তিল পরিমাণ বিদেশি জিনিষ আমরা আসতে দেবো না—যে বিদেশির নির্মম শাসনে দেশবাসী ছটফট করছে।···হাত ছাড় আব্বাজান, ছেড়ে দাও—

বাইরে প্রবল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। আজিজও চিৎকার করে উঠল—

আজিজ। বন্দেমাতরম্—

জব্বার। (ক্ষুব্ধকণ্ঠে) আজিজ!

যজ্ঞেশ্বর দ্রুত প্রবেশ করলেন।

যজ্ঞেশ্বর। বন্দেমাতরম্ এখানেও? ক্লাসের মধ্যে এসে জুটেছে না কি? ··ও, আপনি আছেন খাঁ সাহেব—

আজিজ। তোমার ছেলে—ভীরু নই আমি। অন্যায় আর ভীরুতার প্রতিবাদ আমাদের ইসলাম। ওরা মার খাচ্ছে। তৈরি আমিও। পশু-শক্তি যত ভয়ঙ্কর হোক, আমি বুক পেতে দাঁড়াব। ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও—

যজ্ঞেশ্বর। দিন ছেড়ে খাঁ সাহেব। চর্মচক্ষে দেখুক গিয়ে। বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে টমসন। শুয়ে শুয়ে সব গোঙাচ্ছে। এদের ক্লাসেরও দশ-বিশটা আছে।

জব্বার। ছিঃ ছিঃ! এত অধঃপতন হয়েছে তোমার? বন্দেমাতরম্ বলতে লজ্জা করছে না তোমার? আনন্দমঠের হিন্দু-সন্ন্যাসীদের গান—

যজ্ঞেশ্বর। বুঝুন। পুরোপুরি পৌত্তলিক ব্যাপার,। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'—

আজিজ। না আব্বাজান, আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্ বলি না আমরা। এই বন্দেমাতরম্ মুখে নিয়ে কানাইলাল ফাঁসির দড়ি চুম্বন করেছিলেন। মহিমময় নতুন অর্থ এর—বিদ্যুৎগর্ভ জাতীয় মহামন্ত্র—

ভয়াবহ মূর্তিতে টমসন এল।

যজ্ঞেশ্বর। ইস্—জুতোয় এত রক্ত লাগল কি করে স্যার ?

টমসন। জুতোর ঠোক্কর দিয়ে সরিয়ে দিয়ে এলাম কয়েকটাকে। …শোন ছোকরা, চক্রবর্তীর কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে।

আজিজ। (গর্জন করে উঠল) না—

যজ্ঞেশ্বর। উঠানটায় একবার ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব। মালুম হবে, ইংরেজ গবর্নমেণ্ট মরে যায় নি—

টমসন। আপনার ছেলে বলে অত্যন্ত লঘুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা—এইটুকুতেই এবারকার মতো নিষ্কৃতি। … শুনেছেন ওর অপরাধ ?

জব্বার। পা জড়িয়ে ধর্ চক্কোত্তি মশায়ের। বল্, এমন আর করব না।

আজিজ। না—

জব্বার। আমাদের মুরুব্বি হলেন এঁরা। আমার ব্যাপার-বাণিজ্য পশার-প্রতিপত্তি সমস্ত এই এঁদের অনুগ্রহে। মাপ চা—চা বলছি—

আজিজ। না—না—না—

জব্বার। এমনি করে আমার মুখ পোড়াবি শয়তান ?

আত্মসম্বরণ করতে না পেরে জব্বার থাপ্পড় মারলেন আজিজকে।

আজিজ। বন্দেমাতরম্—

জব্বার। হুজুর, এ আমার ছেলে নয়। ত্যাজ্যপুত্র। দেখলেন তো —আমাকে অবধি অপমান করল। কিছু জানি নে আমি—যা করতে হয় করুন আপনারা। আমি ওর মুখদর্শন করব না জীবনে। মরুক—ও মরে যাক—আমি ফিরেও তাকাব না। মরে গেলে তারপর খবরটা দেবেন, মাটি দিতে নিয়ে যাব—

জব্বার প্রস্থান করলেন।

টমসন। (বজ্রকণ্ঠে) ক্ষমা চাও বলছি চক্রবর্তীর কাছে—

আজিজ। না—

টমসন সশব্দে হাণ্টারের আঘাত করল আজিজের পিঠে।

আজিজ। বন্দেমাতরম্—

টমসন হাণ্টার দিয়ে মারছে। যত আঘাত পড়ছে আজিজ ততই বলে, বন্দেমাতরম্। প্রিয়নাথ ছুটে এসে তাকে ধরলেন।

প্রিয়। মারো, আমায় মেরে ফেল সাহেব। কচি ছেলে, হীরের টুকরোর মতো ছেলে—কত বড় হবে—একে কোতল কোরো না এমন করে।

আজিজ ঢলে পড়ল প্রিয়নাথের বুকের উপর। টমসন হাণ্টার নাচিয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেল। ভবদেব এলেন।

প্রিয়। এ কি করলেন বলুন তো? ঘরে উঠানে রক্তের সমুদ্র। হিংস্র জানোয়ারদের ঢুকতে দিয়ে বিদ্যামন্দির কলঙ্কিত করেছেন।

ভবদেব। দোষ এদেরই। যায় কেন ডেঁপোমি করতে? পড়াশুনোর বেলা লবডঙ্কা, কেবল এই সমস্ত।

প্রিয়। তরুণ বয়স এদের—মন আমাদের মতো ঝুনো হয়ে যায় নি। জাতির অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে—ধমক দিয়ে কিম্বা চাবুক মেরে ঠেকানো যাবে না।··· কুমুদ? কুমুদ এলি রে? দেখ বাবা, কি সর্বনাশ এদিকে—

কুমুদ প্রবেশ করল।

কুমুদ। বাঁশবাগানে যাই নি মাস্টার মশায়, এদিকটায় ছিলাম না আমি। টমসনের ভাগ্যি ভাল যে ছিলাম না। থাকলে এতক্ষণ খণ্ডপ্রলয় হয়ে যেত—

প্রিয়। রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে গেছে। ছেলেরা আর্তনাদ করছে। উপায় কর্ এক্ষুণি—

কুমুদ। উপায় করতেই হবে। আর দেরি নয়। সেই ব্যবস্থায় তো ঘোরাঘুরি করছি, তিলার্ধ বিশ্রাম নেই।···ধুতির খানিকটা ছিঁড়ে নিন মাস্টার মশায়। আমি পারব না—আমার উপায় নেই, জানেন। আজিজের মাথার ঐখানটায় বড্ড রক্ত পড়ছে, বেঁধে দিন।···তা ভাল করেছে টমসন যজ্ঞেশ্বর ওরা। বন্ধুর কাজ করেছে। টাটকা তাজা রক্ত দেখে· বুকের রক্তে আগুন ধরে যাক সকলের।

প্রিয়নাথ যথানির্দেশ কুমুদের ধুতির খানিকটা ছিঁড়ে আজিজের মাথায় ব্যাণ্ডেজ করতে লাগলেন। কুমুদ বেরিয়ে গেল।

ভবদেব। খুব যে দরদ! সবাই জানে, আপনি ভালমানুষ। কিন্তু তলে তলে আপনিই এদের উৎসাহ দিয়ে আসছেন।

প্রিয়। যারা ভাল কাজ করে, প্রিয়নাথ চিরদিনই তাদের উৎসাহ দেয়।

ভবদেব। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যখন জানতে পারবেন?

প্রিয়। আপনি তো আমাদেরই। আপনি কিছু না বললে তাঁরা জানবেন কি করে?

ভবদেব। আমি বলবই। বুঝলেন—নিশ্চয়ই বলব। আমার সঙ্গে কোয়ার্টারে যাবেন, একটা জিনিষ দেখাব। রা কাড়বার উপায় থাকবে না তখন। চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে।··আপনার মতো শিক্ষকের আস্কারা পেয়েই এরা এতদূর বিগড়ে গেছে। কলেজটা উঠিয়ে দিয়ে ছাড়বেন আপনি।

প্রিয়। আমি নই—আপনি। আপনি এবং আপনাব ঐ সমস্ত মুরুব্বি—কলেজের ঘর-উঠোন যাঁরা রক্তস্রোতে ভাসালেন। কলেজ আর কোথায়, এ তো কশাইখানা—·

দ্বিতীয় দৃশ্য — প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের সম্মুখভাগ

শাড়ি মেলে দেওয়া ছিল ছাত থেকে। কুমুদ একখানা টেনে বগল-দাবায় পুরল। আর একটা টানাটানি করছে—কোথায় আটকে গেছে, আসছে না।

ভবদেবের মেয়ে উমা রণরঙ্গিণী মূর্তিতে বেরিয়ে এল। কুমুদকে দেখে হাসির আলোয় তার মুখ ঝলসে উঠল।

উমা। চোর! কাপড় চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে—

কুমুদ। চেঁচিও না—

উমা। (মুখ টিপে হেসে) আলবৎ চেঁচাব। একটা শাড়ি বগল-দাবায়—আর একটা টানাটানি করছ। বমালসুদ্ধ গ্রেপ্তার।··· চোর, চোর!

উমার ছ-বছরের ভাই মুরারি এল। হাতে খেলনা-পিস্তল।

মুরারি। (মুখে মুখে) গুড়ুম, গুড়ুম! মেরে ফেলেছি দিদি চোরকে।·· কই, মরলে না তুমি? মরে যাও—

কুমুদ। (চোখ বুজল) এই যে—এই মরে গিয়েছি আমি।

মুরারি। পড়ে গেলে কই? মাটিতে শুয়ে পড়—

কুমুদ। বড় ব্যস্ত ভাই। আপাতত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরলাম। আর একদিন দড়াম করে মাটিতে পড়ে মৌজ করে মরা যাবে।

মুরারি। শোন কুমুদ-দা, আর একটা এনে দাও তুমি। এটা নেব না।

কুমুদ। কেন রে?

মুরারি। হ্যাঁ।···বড় দেখে, ভাল দেখে। যাতে আওয়াজ হয়, আগুন বেরোয়।

কুমুদ। দেব। বড় হও। ভাল জিনিষ দেব।

মুরারি। না-না-না। বড় হব না। এখনই দাও। এখনই—

উমা। পিস্তল-পিস্তল খেলিয়ে এখন থেকে হাত রপ্ত করাচ্ছ এদের?

কুমুদ। তোমার হাত-ভরা খেলনার বোঝা—খেলনার পিস্তল অনেক ভাল তার চেয়ে।

উমা। খেলনা আমার হাতে? কই কোথায়?

কুমুদ। হাতের মুঠোয় নয়, হাতেব গোছায়।...হ্যাঁ, ঝিকমিকে ঐ কাচের বিলাতি চুড়ি। আর সর্বাঙ্গে জড়ানো বিলাতি কাপড়।

যে শাড়িখানা ঝুলছিল, জোরে টান দিতে সেটা খুলে এল এবার। মুরারি ইতিমধ্যে পিস্তলে লক্ষ্য সন্ধান করতে করতে বেরিয়ে গেছে।

উমা। কি করা যাবে? সোনার চুড়ি পরা সকলের ক্ষমতায় কুলোয় না। আর মিলের শাড়ি যা বেরিয়েছে, গায়ের এক পর্দা ছিঁড়ে যায় তা পরলে।

কুমুদ। তোমরা কি মানুষ? লজ্জা হল না এই কথা বলতে? ছেলেরা জীবন দিচ্ছে জাতীয় সম্মানের জন্য, আর তোমরা বিলাতি সাজ-সজ্জায় নিশ্চিন্ত বিলাসে পুতুল সেজে রয়েছ ঘরের মধ্যে—

কাপড় নিয়ে কুমুদ চলে যাচ্ছে। উমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—

উমা। দিয়ে যাও আমার কাপড়। অন্তত ঐ নীলশাড়িটা—পরে যেখানা নিলে।

কুমুদ। পুণ্যকার্যে লাগবে উমা, ক্ষোভ কোরে না—

উমা। বাবা পরশু ওটা কিনে দিয়েছেন—

বগল থেকে শাড়ি টেনে নিতে গেল উমা। কুমুদের আঘাত লাগল; সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে। উমা কুমুদের গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। দেখা গেল, তার বাঁ-হাতে ঘা।

উমা। এ কি? কি হয়েছে?

কুমুদ। পুড়ে গেছে।

উমা। কবে পুড়ল? কি করে পুড়ল?

কুমুদ। বাজি তৈরি করতে গিয়েছিলাম, মশলার হিসাবে গোলমাল হয়ে গেল।

উমা। কি বাজি, ঠিক করে বল—

কুমুদ। সে কি একরকম? পট-বাজি তারা-বাজি চরকি-বাজি—আকাশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায় বাজি যদি ঠিকমতো তৈরি হয়, আর ঠিকমতো ছোঁড়া যায়।

উমা। কিন্তু কোথাও আগুন ধরল না, হাতটাই পুড়ে গেল কেবল?

কুমুদ। গোড়ায় গোড়ায় পোড়ে ঐ রকম—

উমা। বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। হাত পুড়ে ঠুঁটো হয়ে গেল—গোঁয়াতু´মি কাজকর্ম বন্ধ এবার থেকে।

কুমুদ। সেরে যাবে দু-দশ দিনে। এমন কিছু নয়।

উমা। না সারে! চমৎকার হয় তা হলে।

কুমুদ। পুড়েছে তো বাঁ-হাত। বাঁ-হাতে কাজ আটকাবে না।

উমার মুখে মৃদু হাসি ফুটল।

উমা। বিয়ে হবে না তোমার কুমুদ-দা। কড়ে-আঙুল ভোঁতা হয়ে গেছে, কনে ধরবে কি দিয়ে?

কুমুদ। তা-ও তো বটে! এত সব ভেবে দেখি নি। বিষম সর্বনাশ তা হলে—

মাজিদের মা হামিদা এলেন। সঙ্গে বছর আটেকের আব্বাস। তাদের দেখে কুমুদ চাদরের নিচে হাত ঢেকে ফেলল। হামিদা কিন্তু দেখে ফেলেছেন।

উমা। আসুন চাচী সাহেবা। এটি কে?

হামিদা। আমার বড় মেয়ের ছেলে আব্বাস। আমার কাছে থাকে।…কাউকে না জানিয়ে আব্বাসকে দিয়ে একটা ছ্যাকড়া-গাড়ি

ডাঙিয়ে চলে এলাম। তোমার চাচা টের পেলে আসতে দিতেন না।···আজ তো ইজ্জত নিয়ে বসে থাকবার দিন নয়—থাকতে পারলাম না।···ওদের সব কোথায় নিয়ে রাখল বল দিকি ?

উমা। কাদের কথা বলছেন ?

হামিদা। পিটিয়ে যাদের আধমরা করেছে।···কোথায় চললি আব্বাস ?

উমা। যাচ্ছে মুরারির সঙ্গে খেলা করতে। আর কোথায় ?

আব্বাস চলে গেল।

উমা। (কুমুদের দিকে চেয়ে) আজিজের মা ইনি—

কুমুদ। মা ? সালাম নিন আম্মাজান আপনার আর এক ছেলের।···আজিজকে তো অনেকক্ষণ বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে—

হামিদা। দিয়েছে।···ম্যাজিস্ট্রেটের পেয়ারের লোক উনি—ওঁর ছেলের ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আরও অনেকে শুনলাম ধূলোয় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—

কুমুদ। তাদের কমন-রুমে নিয়ে শোয়ানো হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে।··· নিশানাথ, এদিকে, এদিকে—এই যে আর দুটো কাপড়—

নিশানাথ এল।

নিশা। আর লাগবে না। সব ছেলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে।

কুমুদ। ব্যাণ্ডেজে না দরকার হয়, পুড়িয়ে ফেলবে। আমার দেশবাসী কারো দেহে থাকবে না অশুচি বিলাতি কাপড়—

কুমুদ নিশানাথকে শাড়ি দুটো দিল, নিশানাথ চলে গেল।

উমা। কুমুদ-দা, ঐ নীলশাড়িটা শুধু।···নইলে বাবা আস্ত রাখবেন না—

হামিদা। সত্যি, চমৎকার দেখাচ্ছিল সেদিন ঐ শাড়ি পরে

যখন যজ্ঞেশ্বর বাবুর সামনে দাঁড়ালে।···আবার নাকি বরের বন্ধুদের এক দঙ্গল আসছে ?

উমা ঘাড় নাড়ল।

হামিদা। এনে দাও বাবা শাড়িটা। মেয়ে-দেখানোর জন্য পছন্দ করে কেনা —

উমা। কুমুদ-দার সঙ্গে ও-পারে একগাঁয়ে আমাদের বাড়ি। তাই এত অত্যাচার! ···শাড়ি নষ্ট হলে বাবা আস্ত রাখবেন না।

হামিদা। নিয়ে এসো—

কুমুদ। আজিজের অবস্থা দেখেছেন মা। দেখে আসুন, কমন-রুমে আর যারা আছে। এমনি হাজার হাজার ছেলে বাংলার গ্রামে গ্রামে। এদের মাথা ভাঙছে, জেলে পাঠাচ্ছে, ফাঁসিতে লটকাচ্ছে।···ইংরেজের ভিক্ষে-দেওয়া জিনিষ দেশের মা-বোনেরা পরবেন কোন লজ্জায় ?

হামিদা। কুমুদনাথ, এ পথ ছাড় তোমরা। মা হয়ে আমি বলছি, ফুলের মতো ছেলেগুলোকে আগুনের মুখে ঠেলে দিও না অমন করে। ইংরেজের কিছু হবে না এতে।

উমা। ওঁরা ভেবেছেন, ত্রিশ কোটির ফাঁসি লটকাতে লটকাতে হিমসিম হয়ে শেষকালে 'দুত্তোর—' বলে ইংরেজ ভারত ছেড়ে পালাবে।

হামিদা। অন্তত আমার আজিজকে ছেড়ে দাও দল থেকে—তিন মেয়ের পর অনেক সাধ-আহ্লাদের ঐ আজিজ। আমাদের অনেক আশা অনেক স্বপ্ন তাকে নিয়ে।

কুমুদ। আমরা ওকে আটকে রেখেছি, এই আপনার ধারণা ?

হামিদা। ঘরে শিকল দিয়ে কিম্বা দড়ি বেঁধে রাখ নি, কিন্তু আটকেই রেখেছ ওকে। আমাদের সুখের সংসার বিষিয়ে গেছে। কারো মনে তিলার্ধ শান্তি নেই।

উমা। আজিজকে ছেড়ে দাও কুমুদ-দা—

কুমুদ। উপায়টা কি ?

হামিদা। তাড়িয়ে দাও দল থেকে।

কুমুদ। খাঁটি সোনার মতো আজিজ। এক কণিকা খাদ নেই। আমাদের মনে সব সময় সে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে রাখে। আজিজের মতো সত্যসন্ধ ছেলে যে দেশে জন্মায়, সে দেশের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

হামিদা। কিন্তু তার মা-বাপের কথা ভাব একবার—

কুমুদ। (ম্লান হেসে) মা-বাপ সকলেরই থাকে মা। আমারও ছিল।

উমা। স্বর্গে গেছেন তাঁরা। স্বর্গে হয়তো চোখের জল শুকিয়েছে। আর যারা বেঁচে আছে— সদা-সশঙ্কিত তারা অহরহ নিজেদের মৃত্যুকামনা করে।

হামিদা। সকলের বুকে শেল হানছ তুমি। হাত ধরে বলছি কুমুদ, মুক্তি দাও আজিজকে—মুক্তি দাও ছেলেদের।

কুমুদ। হাত ছাড়ুন—

হামিদা। আমি জবাব চাই—

কুমুদ। এ আগুনে ঝাঁপ দেবার শক্তি কি যার তার আছে মা ? যাদের আছে, ফেরানো যায় না তাদের। ঘরের স্নেহবন্ধন হেলায় ছিঁড়ে আসে, ফাঁসির দড়ি ফুলের মালার মতো কণ্ঠে নেয়। শেষ-নিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা মনে আসে না, তারা স্বাধীন দেশেব সর্বসুখী মানুষদের কথা ভাবে, আশ্বাস দিয়ে যায়—নতুন জন্ম নিয়ে আবার এই দেশে জন্মাবে। অমিত-প্রতাপ ইংরেজ অবধি নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, কে ফেরাবে মা ওদের দল থেকে ?

হামিদা। (কঠোর কণ্ঠে) হাত ধরে এমন করে বললাম,— জবাবে শুধুই ভুয়ো কথার ফুলঝুরি। কমন-ক্রমে ঐ ছেলেরা পড়ে পড়ে

কাতরাচ্ছে—তোমারই দুর্বুদ্ধির পরিণাম। শান্তির সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তোমার তৃপ্তি—

কুমুদ। (হাসিমুখে) শুধু একটা-দুটো সংসার নয়—আশীর্বাদ করুন মা, দেশ জুড়ে যেন আগুন ধরে যায়—

উমা। আমিও তাই বলি, আগুন যদি জ্বলে—অভাগ্য একজন-দু-জনের বুকে কেন ?·· তাই হোক—ওঁরা রণতাণ্ডবে মাতামাতি করুন, দেশজোড়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সমব্যথী আমরা পিছনে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদতে বসে যাই।

হামিদা। চলবে না এ সমস্ত। শোন, শুনে রাখ—ইংরেজের চেয়েও তোমাদের বড় শত্রু আমরা—যাদের বুকের মাণিক ছিনিয়ে নিয়ে জেল-দ্বীপান্তর আর ফাঁসিমঞ্চে পাঠাচ্ছ। ঘরের মানুষ শত্রু হলে ক'দিন তোমাদের দল থাকে দেখি—

কুমুদ। বড্ড রেগে গেছেন মা।··বেশ তো, ধরিয়েই দেবেন আমাদের।···হাত-পা-মাথাভাঙা ছেলেগুলোকে দেখবার জন্য এতদূর থেকে ছুটে এসেছেন—চলুন তাদের দেখিয়ে আনি।

কুমুদ ও হামিদা গমনোদ্যত—এমন সময়ে এক ভিখারি এসে গান ধরল—

"আপনার মান রাখিতে জননি,
আপনি কৃপাণ ধর গো!
পরিহরি চারু কনকভূষণ
গৈরিক বসন পর গো!
এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল,
জ্বাল মা হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোলে লুকায়ে গরল
মরণে বরণ কর গো!

ঐ শোন বাজে বিধাতার ভেরী
বাঁধ কটিতটে সুশাণিত ছুরি,
দানবদলনী সাজ গো জননী,
কাঙ্গালিনী বেশ ছাড় গো।
শুনিয়ে তোদের ভৈরব-হুঙ্কার
নিখিল চমকি উঠুক আবার,
বিমল পুণ্যে মোদের দৈন্যে
কর মা ধৌত কর গো।"

কুমুদ ও হামিদা দাঁড়িয়ে গেলেন। ওদিকে আব্বাস ও মুরারির কলরব শোনা গেল। তারা এল।

আব্বাস। দূর, দূর! বাজে পিস্তল, আওয়াজ হয় না।

মুরারি। শুনছ কুমুদ-দা? গুড়ুম করে আওয়াজ হবে—ভাল পিস্তল চাই আমি।

কুমুদ। আগে তো হত আওয়াজ। তুমি খারাপ করে ফেলেছ। ···দাও, মেরামত হয় কি না দেখব—

চার জনে (আব্বাস মুরারি কুমুদ ও হামিদা) বেরুলেন। ভিখারি আবার গান ধরল। তদ্গত হয়ে গাইছে। বিমুগ্ধ উমা; তার চোখে জল।

উমা। ভিক্ষা নিয়ে আসছি বাবাঠাকুর। চলে যেও না।

উমা ভিতর-দিকে চলে গেল। ভিখারি গেয়ে যাচ্ছে। ভবদেব ও প্রিয়নাথ এলেন। গান শুনে ভবদেব বলে উঠলেন—

ভব। সামনে পূজো—গেরস্ত-বাড়ির উঠোনে কোথায় আগমনী-গান গাইবি, তা নয়—এই সমস্ত গেয়ে মানুষ ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছিস?

ভিখারি। এই সবের এখন ধুয়ো উঠেছে। ঠাকুর-দেবতার গান কেউ শুনতে চায় না। আমরা কি করব কর্তা?

ভব। হুঁ—তোরাও জুটেছিস শয়তানি দলে। রোস, পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছি।…রিপোর্ট নিয়ে আসছি এখনি প্রফেসার সেন। বসুন—

বারাণ্ডার উপরের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ভবদেব চলে গেলেন। ভিখারি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছিল—প্রিয়নাথ তার কাছে গেলেন।

প্রিয়। শোন—

ভিখারি। আজ্ঞে—

প্রিয়। দেখি ডান হাত—

ভিখারি। হাত কি হবে বাবু?

প্রিয়। বেঁধে ফেলব রে! দেখি—

ভিখারি। এ দোষের গান, আমি জানতাম না বাবু। মাপ করুন। আগমনী গাইব আমি এবার থেকে।

প্রিয়। যা গাইলে, ঐ সব গানই গেও বাবাঠাকুর। নূতন প্রভাত আসছে, তারই আগমনী। গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করেও তোমরা দেশের কাজ করছ বাবাঠাকুর—

প্রিয়নাথ ভিখারির হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন।

ভিখারি। এ কি বাবু?

প্রিয়। রাখি। দেশের মানুষ সবাই আমরা ভাই-ভাই, ইংরেজ তাড়িয়ে দেশের সুখসমৃদ্ধি সকলে সমানভাবে ভোগ করব—হাতে রাখি পরে এই সঙ্কল্প নাও। বিষম সংঘর্ষের দিন সামনে—হাত-পা কোলে করে কারো বসে থাকা চলবে না। তোমার কাজ তুমি করে যাও বাবাঠাকুর, গানে গানে দেশের মানুষ জাগিয়ে তোল।

ভিখারি। কর্তামশাই বড্ড চটে গেলেন—

প্রিয়। বুড়ো হয়েছেন—মন ভোঁতা, দৃষ্টি ঘোলাটে। বেশি দূর নজর চলে না ওঁদের। ভাবেন, আজকের এই অপমানের দিনই চলবে চিরকাল!

ভবদেব এলেন। তাঁকে দেখে ভিখারি দ্রুত সরে পড়ল। ভবদেব কতকগুলো কাগজপত্র দিলেন প্রিয়নাথের হাতে।

ভব। দেখুন—পড়ে দেখুন এই সব। উঃ, বাইরে আপনি ভিজে বেড়ালটি। গলা ফাটিয়ে পড়ান—আপনার ইংরেজ-বন্দনা রাস্তা থেকে শুনতে পাওয়া যায়। আর চুপি-চুপি যা পড়ান, তার রিপোর্ট এই এসেছে।···ইতিহাস পড়াতে গিয়ে আপনি এই সমস্ত অকথা-কুকথা বলেন ছেলেদের কাছে ?

প্রিয়। সত্যি কথা—

ভব। অতএব স্বীকারই করছেন। একটা ঝঞ্ঝাট চুকে গেল—সাক্ষিসাবুদ ডেকে তদন্তের হাঙ্গামা করতে হবে না। আশা করি, সত্যি বলে সই করে দেবার সাহসও আছে আপনার। কি সর্বনাশ! আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছেন আপনারাই —নিরীহ শিক্ষাব্রতী বলে যাদের দিকে কেউ নজর দেয় না।

প্রিয়। ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, খবরগুলো এমন নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছে দিনের পর দিন! দুঃখ হচ্ছে, লজ্জা হচ্ছে। ক্লাসের ছাত্র—যাদের নিজের ছেলের মতো মনে করি, তাদের ভিতরও স্পাই!

ভব। বুঝুন তা হলে ইংরেজের শক্তি। শুধু অস্ত্রবলে বলী নয়—এমন কৌশলি জাত দুনিয়ায় দ্বিতীয় নেই। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাল পেতে রেখেছে। ছাত্রদের মধ্যেও কত জনের খরচ জোগায় পুলিশ, তারা নিয়মিত খবরাখবর দেয়—

প্রিয়। পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে, ভর দিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই। ক্লাসের ছাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এর চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার কি হতে পারে? ক্লাসে পড়ানো চলবে না আর দেখছি—

ভব। আমিও বলছি তাই, চাকরি করা আপনার চলবে না। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করুন—বন্ধুভাবে অনুরোধ করছি।·· টমসনের শুভাগমনে কলেজের দু-দিন ছুটি। কলেজ খুললেই আমি রিপোর্ট পাঠাব। আপনি এর ভিতরেই সরে পড়ুন—নইলে ডিসমিস করতে বাধ্য হব আমরা।

প্রিয়। না না—কিছু করতে হবে না। এ মুখ লোক-সমাজে দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। যাদের হাতে ধরে গড়ছি, তারা এই চরিত্রের! আমি পড়াতে পারি নে স্যার, শুধু বই মুখস্থ করাচ্ছি, মহত্ত্বের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে পারি নি ছেলেদের মধ্যে। অধ্যাপক বলে মিথ্যে গর্ব করে বেড়াই। নিষ্ফল আমার ব্রত—

উমা প্রবেশ করল। থালায় চাল-তরকারি ও পয়সা।

উমা। ভিখারি লোকটা চলে গেছে?

ভব। এ কি? এ তোর কি সাজ হয়েছে?·· হাত ন্যাড়া, ব্যাপার কি রে?

উমা। বিলাতি কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলেছি বাবা—

ভব। আর বিলাতি কাপড় পুড়িয়ে তসরের থান পরে পরিপাটি বিধবা সেজেছ? মরি, মরি!·· আমি এদেশ-সেদেশ গরু-খোঁজা করছি ভাল পাত্রের আশায়—আর আমার মুণ্ডপাত করছ তুমি বাড়ির ভিতরে বসে বসে?

উমা চুপ করে রইল।

ভব। কে মাথায় বিষ ঢোকাল বল্?

উমা। সত্যি, আশ্চর্য লাগছে বাবা—কোন বিষে যেন অসাড় হয়ে ছিলাম, কাচের চুড়িতে হাত জ্বালা করত না, রঙিন বিলাতি কাপড় চাবুক মারত না আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে—

ভব। হায়, হায়, হায়! বন্দেমাতরম্ অন্দর অবধি ঢুকে পড়েছে। কি সর্বনাশ! আমার একমাত্র সন্তান তুই···কি করি আমি এখন?

প্রিয়। (মুগ্ধদৃষ্টিতে উমার দিকে তাকিয়ে) এ কি রূপ! সর্বরিক্ত দেশ-মায়ের ছবি দেখতে পাচ্ছি মা তোর ভিতর দিয়ে। অপমান করবার জন্য ভবদেব বাবু বাসায় নিয়ে এলেন, কিন্তু এ কোন অপরূপ মা'কে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলেন!···কই, রিপোর্টটা দেখি। ব্যাপার সত্যি বলে সই করে দিতে হবে? দিন—

ভব। উঁহু, দরকার নেই ভাই। যা করতে হয়, আমি করব।··· প্রিয়নাথ, আমার ছোট ভাইয়ের মতো তুমি। কে তোমার চাকরি খায়, দেখি। এমনি রিপোর্ট আর এক কপি কালেক্টরের কাছে গিয়েও থাকে যদি, আমি সামলে নেব। আর স্পাই-ছোঁড়াগুলোকে ছুতোনাতায় কলেজ থেকে সরাব।···কাউকে বোলো না ভাই উমার এই ব্যাপার। কারো কানে না যায়! চাকরি গেলে এই বয়সে পথে বসতে হবে আমাদের—

তৃতীয় দৃশ্য   কলেজের সেই কক্ষ

রাত্রিবেলা। অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছেলেদের।

সুশীল। কি অন্ধকার!

কুমুদ। সেই তো ভাল রে! সদর-রাস্তা বেয়ে দিব্যি চলে এলাম, কেউ দেখতে পেল না।

নিশা। হুলিয়া বেরিয়েছে কুমুদ-দা' সুশীল বিপিন আর আমার নামে। আজিজ বাদ পড়েছে।

সুশীল। মরে কি বাঁচে ঠিক নেই, তার উপর খাঁ সাহেবের ছেলে—এইজন্য বোধ হয় বাদ দিয়েছে আপাতত।

নিশা। দিনমানে মুখ দেখানো যাবে না, রাতের অন্ধকারে আনা-গোনা এবার থেকে। সদর ছেড়ে গলি-গহ্বরে আস্তানা।

কুমুদ। ছিলাম মানুষ—এবারে সাপ হয়ে গর্তে মাথা ঢোকালাম। ছোবল মারব, তারই সুযোগ খুঁজছি।···কে?

বিপিন ও প্রিয়নাথ এলেন।

বিপিন। মাস্টার মশায়—

কুমুদ। মাস্টার মশায় এসে গেছেন?·· দেশলাই আছে বিপিন? ···বাতিটা জ্বেলে দিয়ে তুমি পাহারায় যাও—

বিপিন বাতি জ্বেলে একটা বেঞ্চির প্রান্তে এঁটে রেখে চলে গেল। ম্লান আলোয় ঘর স্বল্পালোকিত হয়েছে।

প্রিয়। হাসপাতালে দু-জন মারা গেল। সেলিম আর মনোহর। সেখানেই ছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।

সুশীল। সেলিম? আহা-হা কি সুন্দর ছেলে!

প্রিয়। ক্লাসের পড়া ছাড়া কোন-কিছুতে সময় দিতে চাইত না। পরীক্ষায় রেকর্ড-নম্বর আদায় করবে—এই ছিল তার জেদ। তা সে পারত।

নিশা। মনোহর—আমাদের মনোহর! আজকেও কত গালমন্দ করেছি তাকে ক্লাসের মধ্যে।

সুশীল। মুসলমান বলে সেলিমকে রেহাত করল না?

প্রিয়। সেলিম মারা গেছে; আজিজ আধমরা হয়ে পড়ে আছে। পথ আটকাতে গেলে ইংরেজ হিন্দু-মুসলমান বাদ-বিচার করে না। অতীতে করে নি, ভবিষ্যতেও করবে না।

নিশা। সেই যে আপনি পড়াচ্ছিলেন মাস্টার মশায়, মোহনলাল-মীরমদনের রক্তে পলাশির মাঠ রাঙা হয়েছিল। হিন্দু আব মুসলমান ছেলের রক্ত মিশে আমাদের কলেজও তীর্থভূমি হল তেমনি।

প্রিয়। আরও হবে—অনেক হবে। তুমি হিন্দু আর তুমি মুসলমান—কানের কাছে অবিরত শোনাচ্ছে ওরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সে বিভেদ কত ভুয়ো, তা বোঝা যায় সংগ্রামের এমনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই—

কুমুদ। মাস্টার মশায়, অধীর হয়েছে ছেলেরা। কাজে নামবে। ইংরেজের করাল গ্রাসের সামনে দেশের অসহায় আর্তমূর্তি দিনের পর দিন আপনি ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের মনের পটে। সেই আগেকার মতো আর কোনদিন কেউ আমরা তো পায়ের তলায় বসতে পারব না—যাত্রামুখে প্রণাম করে যাব, তাই বিপিন আপনার কাছে গিয়েছিল।

প্রিয়। কি করবে তোমরা?

কুমুদ। টমসন আর তার মতো যেখানে যে খুনে আছে, তাদের রক্তে দেশপ্রেমীদের স্মৃতি-তর্পণ।

প্রিয়। সে কি?

নিশা। আপনি মানা করেন ?

প্রিয়। তৈরি নও তোমরা।···তা ছাড়া ক'টা ইংরেজই বা মারবে! মেরে শেষ করতে পারবে তাদের ?

কুমুদ। নিজেরা মরব মাস্টার মশায়। মরে মরে মরার ভয় ঘুচিয়ে দেব দেশ থেকে। পরাধীন দেশে হাজার চরের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এর বেশি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়।

সুশীল। মাস্টার মশায়, কুমুদ-দাকে বলে দিন—এই সব ছোটখাটো এ্যাকসনে উনি যেন মাথা বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়েন।

কুমুদ। লেপের নিচে মাথা বাঁচিয়ে পড়ে থাকব, তোমরা সব এগিয়ে যাবে—কেমন ?

সুশীল। ধরুন···বলা তো যায় না—যদি ধরুন আপনাকে—

কুমুদ। মেরে ফেলে। বিষম সর্বনাশ তা হলে! পৃথিবীতে আর কেউ তো কোনদিন মরে নি—একা আমি মরতে যাব কেন ?

সুশীল। তা নয়। দেশব্যাপী বড় এ্যাকসনের সময়—

কুমুদ। সেদিন যদি না-ই বেঁচে থাকি, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কুমুদনাথ—কুমুদনাথের চেয়ে অনেক বেশি কর্মঠ নর-নারী আসবে। তারই আমরা বীজবপন করে যাব আত্মদান করে।

প্রিয়। স্বার্থহীন আত্মদান কখনো কোন অবস্থায় নিষ্ফল হয় না

সুশীল। প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের বোমা কিংসফোর্ডের গাড়িতে পড়ে নি—কিন্তু শান্ত রাজভক্ত দেশবাসীর হৃদয়ে পড়ে সারা দেশ অগ্নিময় করে তুলেছে। কানাই-সত্যেন নরেন গোঁসাইকে মেরে ফাঁসি গেলেন—আজকে সারা ভারতেব নরেন গোঁসাইরা থর-থর কাঁপছে, সকলের অসহ-ঘৃণা উপছে পড়ছে তাদের উপর—

কথার ঝোঁকে বেঞ্চিতে হাত রাখতে গিয়ে প্রিয়নাথ চমকে উঠলেন।

প্রিয়। একি ? হাতে কি লাগল ? কি লেপটে আছে বেঞ্চিতে ?

কুমুদ। আজিজের রক্ত—

প্রিয়। হাঁ, হাঁ—সেই রক্ত। রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

কুমুদ। ঐ রক্তের রাজটীকা পরিয়ে দিন আমাদের—

নিশা। দিন মাস্টার মশায়, আপনি আশীর্বাদ করুন।

সকলে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাতে লাগল। হাঁটু গড়ে বসল তারা প্রিয়নাথের সামনে।

প্রিয়। (আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে) হাত কাঁপছে কুমুদনাথ। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি, এমনি ব্রতের দীক্ষায় ছেলেরা আমায় ডাকবে। আমি দেখে যেতে পারব না স্বাধীনতার পরম দিন—কিন্তু আসবেই। আসবে, আসবে, আসবে। চলে যেও না তোমরা—

রক্তের ফোঁটা পরিয়ে প্রিয়নাথ অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তারপর তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন।

নিশা। কোথায় চললেন মাস্টার মশায় ?

প্রিয়। চলে যেও না তোমরা। এতকাল পড়িয়েছি। আজকে শেষদিন সব চেয়ে বড় পাঠ দেব তোমাদের।·· আমি আসছি—

প্রিয়নাথ দ্রুত চলে গেলেন। ছেলেরা এ ওর মুখের দিকে তাকায়। ক্ষণপরে অতি গম্ভীর কণ্ঠে কুমুদনাথ বলছে—

কুমুদ। আগামী অমাবস্যা। বাইশ দিন বাকি এখনো। শ্মশান-কালীর পূজো, সাদা-পাঁঠা বলি দিয়ে—

সুশীল। কোন তারিখ হল ?

নিশা। পনেরোই আগস্ট, মঙ্গলবার—

কুমুদ। দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যে একবার তোমায় কলকাতায় যেতে হবে নিশানাথ।

নিশা। কেন ?

কুমুদ। এক পেটি মশার-পিস্তল পাওয়া যাচ্ছে দাঁওমতো। ছাতাওয়ালা-গলির এক চীনেম্যানের কাছে আছে, ওখানকার ওরা ঠিক করে রেখেছে। হাজার দেড়েক টাকা নিয়ে গেলেই হল।

নিশা। হঠাৎ খুব বড়লোক হয়ে গেছ কুমুদ-দা? এমনি ভাবে বলছ, দেড় হাজার যেন পকেটেই রয়েছে!

কুমুদ। পকেট হাতড়ালে বেরুবে তিন-চারটে পয়সা। কিন্তু টাকা আছে খাঁ সাহেব জব্বার মিঞার গদিতে—বিষ্যুদের হাটে হাজার তিন সাড়ে-তিন বিক্রি তো হবেই—

সুশীল। জব্বার মিঞা দিয়ে দেবেন?

কুমুদ। দেবেন তো বটেই। মিষ্টিকথায় দেবেন না অবিশ্যি। ··বড়লোকেরা যদি টাকা দিত, কত কম হ্যাঙ্গামে কাজ হত! শক্তির অপচয় হত না।

সুশীল। (ব্যাকুল কণ্ঠে) বলুন কুমুদ-দা, নিরস্ত্র যাবেন টাকা আনতে?

কুমুদ। পিস্তলগুলো না এসে পড়া পর্যন্ত উপায় কি তা ছাড়া?

সুশীল। না-না, চেনেন না খাঁ সাহেবকে। অত নিরীহ সদাশয় উনি নন।

কুমুদ। খুব চিনি। অমন সর্বনাশা দেশদ্রোহী মানুষ বাংলাদেশে মীরজাফরের পর আর দ্বিতীয় জন্মায় নি।

সুশীল। তবে?

কুমুদ। যে যত শয়তান, সে তত কাপুরুষ। কিচ্ছু দরকার হবে না ভাই · কি জ্বালা! আছে কিছু নিশানাথ তোমার ভাণ্ডারে?

নিশা। থাকবে না কেন? কলম-কাটা ছুরি, কাঠ-কাটা কুড়ুল, মাটি-কাটা কোদাল। বলে দাও সুশীল, এর কোনটা নিয়ে যাবে কুমুদ-দা?

কুমুদ। আরও জবর জিনিষ এই যে রয়েছে- মুরারির খেলনা-পিস্তল। একটু আওয়াজ হবে না—একেবারে নিরুপদ্রব অহিংস অস্ত্র।… ভয় কোরো না সুশীল, এতেই কাজ হাসিল হবে।

কুমুদ পকেট থেকে খেলনা পিস্তল বের করে দেখাচ্ছিল। উমা, বিপিন ও প্রিয়নাথ এলেন এই সময়।

নিশা। মাস্টার মশায়!

কুমুদ। উমা কেন এখানে?

সুশীল। কি বই ওটা মাস্টার মশায়?

প্রিয়। গীতা—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। কত দিন কত রকম পড়িয়েছি—শেষ পাঠ দেব আজ তোমাদের। সবশ্রেষ্ঠ পাঠ। গীতাখানা ছিল উমার কাছে—আনতে গিয়ে ও আর পিছু ছাড়ল না। তা ভাল হয়েছে। তুমি ঐদিকে বোসো মা। বিপিনকে নিয়ে এলাম গেটের চৌকিদারি থেকে—ও-ই বা কেন বাদ থাকবে?

উমা। ফোঁটা পরে পরে দিব্যি সব ঋষি-তপস্বী হয়ে বসে আছ—ব্যাপার কি কুমুদ-দা?

কুমুদ। মাস্টার মশায়ের আশীর্বাদ নিলাম—

উমা। আমায় পরিয়ে দিন মাস্টার মশায়। আমি কেন বাদ থাকব?

প্রিয়। তুমি পরবে সিঁদুর। কল্যাণ-মূর্তি তোমরা। রক্তের ফোঁটা তোমাদের মানায় না।

উমা। রক্ত-তরঙ্গে দেশ ভেসে যাবে, সিঁদূর পরে হেসে ভালবেসে ঘরের কোণে চুপচাপ থাকব তখনও?

প্রিয়। ভালবাসার ধনকে হাসিমুখে মৃত্যুপথে পাঠিয়ে দিও। …দেশের মানুষ কোনদিন মিথ্যার সঙ্গে আপোষ না করে— সে শক্তি জোগাবার দায়িত্ব অপাপবিদ্ধ গৃহাঙ্গণবাসিনী তোমাদের।

কুমুদ। ঐ ছবি দেখ স্বামীজির—আমরা যার মানসশিষ্য। কামিনী আর কাঞ্চন সম্পর্কে বারম্বার সাবধান করে গেছেন—

প্রিয়নাথ গীতার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। এইবার বলে উঠলেন—

প্রিয়। শোন—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

হত্যা করছি কিম্বা হত হচ্ছি—এই যারা ভাবে, তারা ভ্রান্ত। কেউ মরে না, কেউ কাউকে মারতে পারে না।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

আত্মা অবধ্য; দেহ-নাশে তার মৃত্যু হয় না। অতএব কারো, মৃত্যু হচ্ছে বলে শোক করবার হেতু নেই।

সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

সুখ-দুঃখ লাভালাভ জয়-পরাজয় সমান ভেবে তুমি এগিয়ে যাও। তাতে কিছুমাত্র পাপ নেই···

গীতা পাঠ হচ্ছে এরই মধ্যে দৃশ্য বদলাল।

চতুর্থ দৃশ্য   খাঁ সাহেব জব্বার মিঞার কাপড়ের গদি

প্রহরখানেক রাত্রি। কাজকর্ম মিটে গেছে। জব্বার মিঞা ও তার কর্মচারী সিরাজ।

জব্বার। ভাল করে খিল এঁটে দিয়েছিস?···ছিটকিনি তুলে দে। হুড়কো দে ওদিকটায়। খদ্দেরপত্তোর কি বাজে লোক ঢুকে পড়তে না পারে। কিচ্ছু হল না আজকের হাটে। বোস্ এখানটায়।

আসরাফ ফরাসের একপ্রান্তে বসল। জব্বার হাতবাক্স খুলে সেদিনের বিক্রি ঢাললেন ফরাসের উপর। নোটগুলো একদিকে রাখলেন। টাকা-পয়সা সিকি-আধুলি আনি-দুয়ানি আলাদা করলেন। আর কতকটা আপনমনে গজর-গজর করছেন।

জব্বার। না, কিছু হয় নি আজ।

আসরাফ। হবে কোত্থেকে? এই এক হুজুগ তুলেছে, বিলাতি কাপড় কিনো না—

জব্বার। বিলাতি কাপড় কিনবে না—লোকে কি গুণচট পরে থাকবে? সাহেবরা কাবু হবে তাদের কাপড় না কিনলে—তার আগে তো আমাকেই শেষ করে আনল। বিষ্যুদের হাটে এই বিক্রি! রেজগিগুলো গোণ তুই। নোট আর টাকা গুণে আমি থলিতে রাখছি।

পিছন দিক দিয়ে হামিদা এলেন। সঙ্গে আব্বাস।

হামিদা। এখনো টাকার থলি আগলে বসে? খাওয়া-দাওয়া করবে না? কত রাত হল হিসেব রাখ?

জব্বার। (বিরক্তভাবে) কি করব? হাট ভাঙবার পরও যে অনেকক্ষণ দোকান খুলে রাখতে হল—

আসরাফ। হাট ভাঙলে তারপর চুপি চুপি দু-চার জন বিলাতি কাপড় কিনতে আসে। সেই লোভে বসে থাকা।

জব্বার। তোর কদ্দূর আসরাফ? তাড়াতাড়ি কর্।

আসরাফ। এই হল। ফজল-মিঞা আবার গোলমাল লাগিয়েছেন কিনা!

আব্বাস আসরাফের গুণে-রাখা টাকা নাড়াচাড়া করছিল।

জব্বার। এস দাদা···ঠাণ্ডা হয়ে কাছে বোসো দিকি। গোণ্ রে, তাড়াতাড়ি শেষ কর্।··ভাত বাড়তে বলোগে; যাচ্ছি আমি।

হামিদা চলে গেলেন।

জব্বার। কত?

আসরাফ। পঁয়ত্রিশ টাকা সাত আনা এক পয়সা।

জব্বার। দে—থলির ভিতর দিয়ে দে।···আমার ইদিকে এক-শ তেরো। তা হলে একুনে গিয়ে দাঁড়াল—এক-শ আটচল্লিশ টাকা সাত আনা এক পয়সা। উঃ! বিষ্যুদের হাট—দেড়-শ'টি টাকাও পুরল না। কারবার-পত্তোর তুলে দিতে হবে দেখছি, স্বদেশি শয়তানরা যে রকম লেগেছে। এই নে চাবি, সিন্দুক খোল—

কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা দু জন প্রবেশ করল। এরা ছদ্মবেশী কুমুদ ও নিশানাথ। কুমুদের হাতে খেলনা-পিস্তল। আসরাফ আগে দেখতে পেয়েছে। কুমুদ তার দিকে পিস্তল উদ্যত করল, ইঙ্গিতে তাকে কথা বলতে নিষেধ করল। আসরাফ চিত্রাপিতবৎ। জব্বার পিছন দিকে পদশব্দ শুনতে পেয়ে বলছেন—

জব্বার। যাচ্ছি গো, যাচ্ছি। এর মধ্যে হয়ে গেল ভাত বাড়া? নাঃ—এত ব্যস্ত কর! তোমার জন্য কাজকর্ম করা দায়।··তোল আসরাফ? হাঁ করে দাড়িয়ে কেন? নিয়ে যা থলি—

থলি উঁচু করে ধরতেই নিশানাথ সেটা টেনে নিয়ে দ্রুত চলে গেল। জব্বার ভেবেছেন হামিদা নিয়েছেন।

জব্বার। ও কি? কি রকমের ইয়ার্কি? সাকুল্যে দেড়-শ টাকাও হয় নি—ওর মধ্য থেকে ভাগ বসিও না তুমি।

কুমুদ বিকৃতস্বরে কথা বলছে—

কুমদ। দেড়-শও নয়? দেড় হাজারের দরকার আমাদের। বের করুন বাকি টাকা।

জব্বার তাকিয়ে দেখে আব্বাসকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। আব্বাস কেঁদে উঠল।

কুমুদ। চুপ!

জব্বার। গুলি কোরো না। দোহাই ধর্মবাপ আমার! যা বিক্রি হয়েছে, সমস্তই তো নিয়ে নিলে—

কুমুদ। আস্তে। খুব আস্তে বলুন। খবরদার! একটু টুঁ শব্দ হলে সবাই মারা পড়বেন—ঐ বাচ্চা ছেলেটা অবধি। মাতৃপূজায় বাধা না দিলে দেশের মানুষ আমরা মারি নে।

জব্বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

কুমুদ। সুবিধে হবে না। আমি তো মরব বলেই এসেছি, কিন্তু মেরে মরব। সময় নষ্ট না করে দিন নগদ টাকাকড়ি আর সিন্দুকের চাবিটা।

জব্বার। বাবা, আর কিচ্ছু নেই আমার। যাচ্ছেতাই বাজার।

কুমুদ। ঢের আছে, খবর রাখি। নিজের জন্য চাচ্ছি নে, দেশের কাজে। একেবারে নিয়ে নিচ্ছি না, ধার চাচ্ছি। শোধ দিয়ে যাব। দেড় হাজার টাকা চাই।

এমনি সময় হামিদা প্রবেশ করলেন।

হামিদা। কই, ভাত-টাত শুকিয়ে জল হয়ে গেল।···এ কি? কে এ লোকটা?

কুমুদ। হাজার দেড়েক টাকা চাই। স্বাধীন-ভারতে সুদ সমেত শোধ দেওয়া হবে। দিন মা, গায়ের গয়না দিন খানকয়েক। পুণ্যকর্মে লাগুক।

হামিদা। দিচ্ছি বাবা।···সরিয়ে ফেল তোমার হাতের ওটা। সরিয়ে ফেল। ওঁদের ওদিক থেকে সরিয়ে নাও। গুলি বেরিয়ে যাবে কখন!···দিচ্ছি আমার গায়ের গয়না।

হামিদা গলার পাটিহার ও হাতের ক-গাছা চুড়ি খুললেন।

কুমুদ। আর নয়—এতেই হয়ে যাবে মা।

হামিদা। নাও বাবা—

কুমুদ ইতস্তত করে গয়না ডানহাতেই নিল, জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

কুমুদ। বিক্রি করে যা পাওয়া যায়, খাতায় জমা থাকবে আপনাদের

নামে। দেশ স্বাধীন হলে সুদ সমেত ফেরত পাবেন। বড় উপকার" করলেন আপনি। স্বাধীন দেশের মানুষ স্মরণ করবে আপনাদের সাহায্যের কথা।...আসুন এবার খাঁ সাহেব...আর এই লোকটিও— খালের ঘাটে ডিঙিতে আমায় পৌঁছে দেবেন। আগে আগে চলুন।· নিরাপদে সরে না পড়া অবধি আপনি বা এঁরা কেউ যদি চেঁচামেচি করেন, বুঝতেই পারছেন আপনার অবস্থা।

হামিদা। আমাকেও কি যেতে হবে ?

কুমুদ। না। কিন্তু এমন উপকার করার পর ক্ষতির চেষ্টা করবেন না আমাদের। লোক ডাকাডাকি করেছেন কি সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের গুলিতে আপনার স্বামী সাবাড় হয়ে যাবেন।

জব্বার। না—না। খবরদার কেউ রা কাড়বে না।·· চলুন হুজুর, কোন দিকে যেতে হবে।

হামিদ। না, কেউ আমরা চেঁচামেচি করব না। ভালয় ভালয় তুমি ডিঙিতে তুলে দিয়ে এসো।·· ডিঙিতে উঠে আমাদের অব্যাহতি দিয়ে যাও বাবা—

সামনের দরজা খুলে এরা চলে গেল। সন্ত্রস্ত আসরাফ জব্বার আগে আগে—পিস্তল উদ্যত করে পিছনে কুমুদ। হামিদা মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখলেন। হাসি তাঁর মুখে।

হামিদ। আজিজ·· ওরে আজিজ !

পিছন-দরজা দিয়ে আজিজ এল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আজিজ। ভাত ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে যাচ্ছে। ডাকতে এসে তুমি অবধি জমে গেলে ?

হামিদ। কি কাণ্ড হয়ে গেল জানিস নে ? স্বদেশি-ডাকাতে সর্বস্ব লুটেপুটে নিল। আমার গায়ের গয়নাগুলো অবধি নিয়ে গেছে।

আজিজ। বল কি মা ? ঐ তো দাওয়ায় বসে আমরা। কারো কিছু কানে গেল না ?

হামিদ। পিস্তল উঁচিয়ে মুখের উপর ধরল। গলা শুকিয়ে কাঠ। মুখ দিয়ে কথা বের করবার জো ছিল কি ?

আজিজ। বল কি ?

হামিদা। (হেসে ফেলে) পরে নজর পড়ল খেলনার পিস্তল। তখন গয়না দিয়ে ফেলেছি। সত্যিকার পিস্তলের মতো দেখতে— ভয়ে তাই সবাই আধমরা। শেষটা যখন টের পেলাম, হৈ-চৈ করতে লজ্জা হল। লোকে হাসবে আমাদের বীরত্বের নমুনা দেখে। আর, দরকারই বা কি ! দেশ স্বাধীন হলে সুদ-সমেত সমস্ত শোধ করে দিয়ে যাবে বলেছে। ওরা তো মিথ্যে বলবার ছেলে নয় !

আজিজ। উঁহু ! অত বোকা মেয়ে তুমি নও। টের পেয়েছ গোড়া থেকেই।

হামিদা। (হাসিমুখে) না

আজিজ। কারো ? বল চুপি চুপি বল আমায়। সব জান তুমি। নইলে গয়না হারিয়ে এমন হাসিমুখ থাকে না কারো।

হামিদা। হারালাম কোথায় ? শোধ দিয়ে যাবে।

আজিজ। নিশ্চয় তুমি চিনেছ। বল মা, বল আমায়।

হামিদা। হ্যাঁ রে, বা-হাত পোড়া- তোর দাদাদের মধ্যে কেউ আছে না কি ?

আজিজ। দেখেছ তুমি ? না-না, হাত-পোড়া কেউ নেই আমার জানাশোনার মধ্যে। ভুল দেখেছ মা। একহাত নিয়ে কেউ আসে এসব কাজে।

হামিদা। গরজ খুব জরুরি হলে আসে বই কি ! না এসে কি করবে। কাজের লোক তো হামেসাই মেলেনা।

আজিজ। না, তুমি ভুল দেখেছ মা। এ কখনো হতে পারে ? হাত-পোড়া লোক আসবে ডাকাতি করতে ?

হামিদা। তাই হবে। ভুলই দেখেছি। বুড়ো হচ্ছি তো—কি দেখতে কি দেখে ফেলি।…আরে, তুই এত মুসড়ে যাচ্ছিস কেন? ডাকাত নয়—ওরা তো ভাল লোক, আপনার লোক –

জব্বার ফিরে এলেন।

জব্বার। ছোট্ট ডিঙি নিয়ে সাঁ করে ধানবনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। খালে-বিলে কোনদিক দিয়ে কোথায় যাবে, রাত্তির বেলা আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। সাহস দেখাল বটে। এখনো আমার বুক ঢিব-ঢিব করছে।

হামিদা। হ্যাঁ, বিষম সাহস।

জব্বার। এখন বোধ হয় চেঁচামেচি করা যায়। কি বল? কাঁচা-কাঁচা মুল্লুক চলে গেছে…চেঁচালে ওদের কানে যাবে না। গেলেও ফিরে এসে আর পিস্তল চালাতে পারবে না।

হামিদা। পারত না আগেও –

জব্বার। উঃ, কত রাত হয়েছে! সব দরজায় খিল পড়ে গেছে। আসরাফ দোকানদারদের ডেকেডুকে নিয়ে আসছে। জমজমাট বাজারের মধ্যে এসে ডাকাতি করে গেল! হঠাৎ কিছু করে ফেলা ঠিক নয়—কি বল? সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে থানায় তো একটা খবর পাঠানো যাক। ছেলেটার বাঁ-হাত পোড়া—এই একটা লক্ষ্য করা গেছে।

হামিদা। পোড়া-হাত—সে কি? ভুল দেখেছ তুমি।

জব্বার। তোমার তো আরো ভাল করে দেখবার কথা। গয়না দেবার সময় দেখতে পেলে না?

হামিদা। দিব্যি তো বাঁ-হাত বাড়িয়ে গয়না নিয়ে নিল।

জব্বার। বাঁ-হাত বাড়িয়ে?

হামিদা। বয়স হয়ে চোখের দোষ হয়েছে তোমার। গায়ের গয়না নিল, বুকের মধ্যে তখন যা হচ্ছিল—আমিই জানি। অত নিকটে থেকে আমি দেখতে পেলাম না, দেখলে তুমি?

বাইরে লোকজনের কথাবার্তা শোনা যেতে পাওয়া গেল।

জব্বার। ঐ যে—এসে গেল ওরা। বারাণ্ডায় এনে বসিয়েছে। বাইরে আলোচনা করা উচিত হবে না। তুমি যাও—ওদের ভিতরে নিয়ে আসি।

জব্বার বেরিয়ে গেলেন। আজিজ জড়িয়ে ধরল হামিদাকে।

আজিজ। সোনার আম্মাজান তুমি আমার

হামিদা। হল কি? এত আদরের ধুম কেন হঠাৎ?

আজিজ। একটা-দুটো কুমুদনাথকে ধরে কি করবে ইংরেজ? তোমার মতো আম্মাজানেরা প্রিয়নাথের মতো অধ্যাপকেরা আছেন বলে ঘরে ঘরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কুমুদনাথ তৈরি হচ্ছে। …চল মা, ঐ ওরা আসছে।

আজিজ ও হামিদা চলে গেলেন। কজন দোকানদার—হরি নকুড় ইত্যাদি এবং আসরফ ও জব্বার প্রবেশ করলেন।

আসরাফ। দারোগা এসে পড়ল বলে! পাঁচকড়ি বাইক নিয়ে ছুটেছে।

জব্বার। তারা এখন নাগালের বাইরে। ধানবনের মধ্যে ডিঙি ফেলে কোথায় পিঠ্‌টান দিয়েছে, দারোগার বাবার বাবাও পাত্তা পাবে না।

হরি। এমন তাজ্জব ডাকাতি শোনা যায় নি কখনো। দুটি মাত্র লোক এসে কাজ হাসিল করে গেল!

জব্বার। সর্বস্ব নিয়ে গেছে আমার। বিবি সাহেবার গায়ের গয়না অবধি।

নকুড়। তা যাই হোক খাঁ সাহেব, ভাল কাজে দেন না তো কখনো কিছু। টমসনদেরই ভোজ খাইয়ে বেড়ান শুধু—

জব্বার। আমার সর্বনাশে তুমি খুশি হয়েছ দেখছি নকুড়—

নকুড়। সর্বনাশ বলছেন কেন? সমুদ্দুর থেকে এক ঘটি জল কমলে কি ক্ষতি হয়? মন খারাপ করবেন না। দেশের কাজে গিয়েছে টাকাটা। পুণ্যি হবে।

আশরাফ। দেশ স্বাধীন হলে সুদ-সমেত ফেরত দিয়ে যাবে বলেছে

জব্বার। (ধমক দিয়ে উঠলেন) নিস তাই। বাড়ি বয়ে পৌঁছে দিয়ে যাবে। এ দেশ আবার স্বাধীন হবে, ওরা তখন খাতা দেখে সুদ কষে শোধ করতে আসবে! ওরাই থাকবে বড়! ইংরেজের প্রতাপ টের পায় নি। সিংহের লেজে চিমটি কাটছে—টের পাবে মজা।

আসরাফ। এই যে! দারোগা বাবু এসে পড়লেন। আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়—

দারোগা কনেষ্টবল প্রভৃতি প্রবেশ করল।

পঞ্চম দৃশ্য

আবছা-আঁধারে জুতার দোকান দেখা যাচ্ছে। কাউন্টারে এক চীনাম্যান বসে। কালো রঙের সাহেবি পোশাক, মুখের উপর হ্যাট নামানো একটি লোক সন্তর্পণে দোকানে ঢুকল। আকারে ইঙ্গিতে কি বোঝাবুঝি হল। ফিসফিস কথাবার্তা। চীনাম্যান জুতা সরিয়ে আলমারি থেকে বের করল প্যাকিং বাক্স। ডালা খুলে কয়েকটা পিস্তল তুলে দেখাল। ডালা বন্ধ করল সে আবার। সাহেবি পোষাক পরা লোকটি টাকা দিল। বাক্স নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

পূর্ব-দৃশ্যের মতোই আবছা-আঁধার। মিলিটারি পোশাকে কুমুদনাথ ছেলেদের বোমা ও পিস্তল বিলি করছে। সবাই একে একে নিয়ে চলে গেল। ক্রমশ কক্ষ আলোকিত হচ্ছে। কোণের দিকে কি দেখতে পেয়ে বিপিন সেদিকে গেল।

বিপিন। কে? কে এখানে?

লোক। পথ-চলতি মানুষ বাবা, বিষ্টি-বাদলা দেখে আশ্রয় নিয়েছি। রাতটুকু কাটিয়ে চলে যাব।

কুমুদ। বেরো। বেরিয়ে যা শয়তান, উল্লুক—

সুশীল। কাঁপছে।… আহা, থাকুক না। বুড়োমানুষ আশ্রয় নিয়েছে, থাকতে দিন কুমুদ-দা—

লোক। আমি বুঝতে পারি নি এখানে এলে তোমরা চটে যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা—বারাণ্ডায় গিয়ে শুচ্ছি। জ্বর এসেছে।

কুমুদ। হুঁ, জ্বর! জ্বরের ভাল চিকিচ্ছে জানি আমি। রোসো—

কুমুদ তার কাছে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার দাড়ি ধরে টান দিল। দাড়ি খুলে এল হাতের মুঠোয়। পূর্ণ।

নিশা। আরে ··পূর্ণ সামন্ত! বহুরূপী সেজে বসে ছিলে তুমি?

পূর্ণ পালাতে যাচ্ছিল। বিপিন পিস্তলের গুলিতে মেরে ফেলল তাকে।

কুমুদ। খতম?

বিপিন নেড়েচেড়ে দেখছে। সে হাসতে লাগল।

বিপিন। হ্যাঁ। সাপ ঘাটা দিয়ে ছাড়তে নেই।

নিশা। হাসছ তুমি বিপিন?

বিপিন। কুকুর-বিড়াল একটা মেরেছি—তার জন্য কাঁদতে বসব?··· হাত রপ্ত হয়েছে—তারও একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। কি বল কুমুদ?

বিপিন বেরিয়ে গেল

কুমুদ। বুঝতে পারছ তোমরা ?

নিশা। হুঁ—

কুমুদ। কি বুঝলে বল তো ?

নিশা। তিলার্ধ আর দেরি নয়।

কুমুদ। হ্যাঁ। এখনই বেরিয়ে পড় তোমরা। ওরা অনেক খবর রাখে—এই জায়গায় অবধি চর পাঠিয়েছে, তাইতে বোঝা যাচ্ছে। ···টমসনের এতক্ষণ ক্লাবের বিলিয়ার্ড-রুমে থাকবার কথা। সন্দেহ হচ্ছে, খবর পেয়ে ওরা সামাল হয়ে গেল কিনা। আগেভাগে সবসুদ্ধ গিয়ে কাজ নেই—একজন দু-জন করে গলাকাটার চরে ঢিবির পাশে জমায়েত হও গিয়ে। সুশীল, তুমি খোঁজ নিয়ে যাও—টমসন কোথায় এখন, কি করছে, ক্লাব জমেছে আজ কি রকম।·· কাজ হাসিল হলে রাত্রির মধ্যে গাঙ পাড়ি দেব। তৈরি থেকো সে জন্য।

সুশীল চলে গেল।

কুমুদ। নিশানাথ, কেরায়া-মাঝি তুমি—বুঝলে ?

নিশা। (সহাস্যে সেলাম করল) আইজ্ঞা কত্তা—গাঙে-খালে না বাইয়াই তো কাটাইলাম চিরডা কাল—

নিশানাথ ও আজিজ চলে যাচ্ছিল। কুমুদ আজিজের পিঠে হাত রাখল।

কুমুদ। আজিজ—

আজিজ। উঃ, এত আনন্দ হচ্ছে কুমুদ-দা—সামলাতে পারছি নে। লাল কালিতে লিখে রাখব আজকের তারিখ—১৫ই আগস্ট।

নিশা। লিখে রাখব টমসনের লাল রক্তে—

কুমুদ। (হেসে) কিম্বা নিজেদেরই রক্তে হয়তো। বলা যাচ্ছে না এখন কিছু—

আজিজ ও নিশানাথ চলে গেল। বিপিন চট হাতে করে এল। পূর্ণর মৃতদেহে চট জড়াচ্ছে।

কুমুদ। ও কি ?

বিপিন। চটে জড়িয়ে গাঙে ফেলে দিয়ে আসি —

কুমুদ। দরকার নেই, নষ্ট করবার মতো সময় নেই আর। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়। গলাকাটার চরে ঢিবির পাশে—

উমা খাবার নিয়ে এল।

বিপিন। বাঃ-বাঃ--—উমা দিদি বড় লক্ষ্মী মেয়ে। ঠিক সময়টিতে এসে পড়েছ। লম্বা পাড়ি—ইঞ্জিনে কয়লা চাপিয়ে নেবার গরজ—

বিপিন খাবারের পাত্র থেকে দু-হাত বোঝাই করে গোগ্রাসে খেতে লাগল।

কুমুদ। রাক্ষস! ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিচ্ছ না কি ?

কুমুদ ইঙ্গিত করতে বিপিন ছুটে বেরুল।

উমা। তুমি খাবে না কুমুদ-দা ? আর সবাই গেল কোথা ? ·· শোন, জবর খবর আছে—

কুমুদ উমার কথায় মনোযোগ না দিয়ে এটাচিকেসে পিস্তল গুলি ও কাগজপত্র ভরছে। আর কতকগুলো কাগজ পোড়াচ্ছে বাতির আগুনে।

উমা। বলতে পার ? বল তো কি ?

কুমুদ। যজ্ঞেশ্বর তোমায় পছন্দ করে গেছে—মিলের অমন মোটা কাপড় পরা সত্ত্বেও।···তার ভাই-বউ হবে।

উমা। না—ঠিক উল্টো। বাবাই যজ্ঞেশ্বরকে ভাগিয়ে দিয়েছেন দুয়োর থেকে। বললেন, মেয়ের অসুখ—বিয়ের কথা এখন থাক। তার মানে, যাঁরা ইংরেজের খয়ের-খাঁ—মেয়ে দেবেন না তাদের ঘরে।

কুমুদ। তা কাদের ঘরে দেবেন ? ঠিকঠাক হল কিছু ?

উমা। শুনবে ?

সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

উমা। তোমায় বলতে লজ্জাই বা কি !···তোমার উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা যদি না থাকত···তুমি যদি ভাল হতে···তোমাকে বাবার বড়

পছন্দ। সেই যে কম্পিট করলে য়্যুনিভার্সিটিতে—তখন থেকেই।···বাবার সঙ্গে একদিন দেখা কর না কুমুদ-দা। বড় খুশি হবেন।

কুমুদা। সত্যি—বড় ইচ্ছে করছে ভবদেব বাবুর সঙ্গে কথা বলতে, তাকে প্রণাম করে যেতে—যজ্ঞেশ্বরকে যিনি দরজা থেকে বিদায় করেছেন। যদি ফিরে আসি কোনদিন—

উমা। চলে যাচ্ছ বুঝি এখান থেকে? কোথায় যাচ্ছ?

কুমুদ। সে কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই উমা—

উমা। আছে, আমার আছে। তুমি আমার কে, তা তো জান না কুমুদ-দা—

কুমুদ। যত ঘনিষ্ঠই হই, এ প্রশ্নের অনধিকারী তুমি। একক নিঃসঙ্গ আমরা ইহ জগতে—

উমা। বড় ভয় করছে তোমার কথায়। সত্যি যাচ্ছ কুমুদ-দা? এখনই? আর দেখা হবে না?

কুমুদ। পথ ছাড় উমা-

উমা হাত ধরল কুমুদের।

উমা। আমায় নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে-

কুমুদ। (স্নিগ্ধকণ্ঠে) ঐ দেখ, হাসছেন স্বামীজি—সাবধান করে দিচ্ছেন—

উমা। (উত্তেজিত ভাবে) সাবধান করে বলছেন, কামিনী আর কাঞ্চন অস্পৃশ্য। কিন্তু কাঞ্চন তো হাত পেতে নিতে আটকায় না—

কুমুদ। মায়ের গায়ের গয়না নিয়ে সেই পবিত্র গয়না বিক্রি করে ফেলি—কাঞ্চনে এত অরুচি আমাদের পার্টির।

হাত ছাড়িয়ে নিল কুমুদ। উমা দরজায় গেল।

উমা। এই দুয়োর আটকালাম। যাও দেখি কেমন—

কুমুদ। ধাক্কা দিয়ে সিরয়ে যেতে হবে—

উমা। ধাক্কা দিয়েছ কি, আমি ঝুলে পড়ব তোমার গলা জড়িয়ে ধরে—

কুমুদ। উমা!

উমা। ভয় দেখিও না কুমুদ-দা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিপথে তোমার ধমকানিতে আমি ভয় পাই নে--

কুমুদ। ঠিক বলেছ। জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিপথ! পথ ছেড়ে দিয়ে তুমি সরে দাঁড়াও—

উমা। না-না-না—

কুমুদ। এই দেখ, পথ আটকাতে যাচ্ছিল একজন—

কুমুদ চট তুলে দেখাল পূর্ণর মৃতদেহ। উমা আর্তনাদ করে উঠল।

উমা। এ কি করেছ? রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে--

কুমুদ। সেদিনও অমনি মাটি ভেসেছিল বাইশটি ছেলের রক্তে। মগের মেজের উপর এমনি ভাবেই পড়ে ছিল সেলিম আর মনোহর—

উমা। এত বড় কাণ্ডের পর আর ফিরবে না বুঝতে পারছি। আমাকেও অমনি মেরে ফেলে চলে যাও কুমুদ-দা—

কুমুদ। তাই না করতে হয় উমা! এই যে মারা পড়ল--এ-ও আমার দেশের মানুষ—দুঃখ কি কম এজন্য? স্বাধীনতার সাধনা এদের জন্যও তো! মিনতি করে বলছি উমা, পথ ছাড়। গলা-কাটার চরে ওরা অপেক্ষা করছে। একসঙ্গে নদী পার হব। মুহূর্তের দেরিতে সর্বনাশ হয়ে যাবে হয়তো—

উমা। নদী পার হয়ে যাবে কোথা?

কুমুদ। আমার বাড়ি, তোমাদের বাড়ি—সবই তো ওপারে। কোন এক বাড়ি উঠে ঘুম মারব—

উমা। (সজল চোখে) ঠাট্টা কোরো না কুমুদ-দা—

কুমুদ তার দিকে তাকিয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর কোমল কণ্ঠে বলল—

কুমুদ। পথ ছাড় উমা। বিদেশির পদপিষ্ট সারা দেশ আর্তনাদ করছে। অভিশপ্ত আমাদের জীবন। ঘরের শান্তি প্রিয়জনের মধু-সান্নিধ্য বিষের মতো কটু লাগে। তুমি রাগ কোরো না।

উমা। আর এক জন্মে মিলব আমরা।

কুমুদ। তাই--সেই প্রত্যাশায় থাক। এ জন্মে যতদূর দৃষ্টি চলে —অন্ধকার, কেবলই অন্ধকার। আমরা মরার ভয় ভুলেছি, একদিন বাচার মতো বেঁচে থাকতে পারব—সেই লোভে। সেই নতুন জন্মে আমরা হব স্বাধীন দেশের সর্বসুখী মানুষ--

উমা গলায় আঁচল দিয়ে কুমুদের পায়ে প্রণাম করল।

কুমুদ। আসি উমা—

উমা ফিরে যাচ্ছিল। উন্মত্তার মতো ফিরল হঠাৎ।

উমা। কুমুদ-দা, একটুখানি ··চিরদিনের মতো যাচ্ছ—যাবার বেলা একটিবার কাধে হাত রাখ আমার, একটা মিষ্টি কথা বলে যাও। সামনের অতবড় দুর্বহ জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে; চিরদিন এই পরম ক্ষণটি আমি স্মরণ করব। · ঘর বাঁধা হবে না—কিন্তু আদর করে ছুঁয়েছিলে, সেই একটুখানি স্মৃতির সম্বল দিয়ে যাও আমায়।

উমা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। কুমুদ তার চোখ মুছিয়ে দিল।

কুমুদ। কেঁদো না উমা। আমারও চোখে জল এসে যেতে পারে। কঠিন দুস্তর পথ—চোখে জল এলে পথ দেখতে পাব না।

উলুক্ষেত। বালির ঢিবি ও গাছ মাঝে মাঝে। টমসন যজ্ঞেশ্বর অধর ও দ্বিজপদ।

যজ্ঞেশ্বর। পালাতে পারে নি স্যার, পালাবে কোত্থেকে? উলুক্ষেতে সেঁদিয়েছে।

টমসন। সন্ধ্যে থেকে এত তোড়জোড় করে ক্লাবে ছিলাম—

যজ্ঞেশ্বর। গেলই না মোটে। গেলে আর এত হাঙ্গামা করতে হত না। কেমন করে টের পেয়ে গেছে।

অধর। বাহাদুর বটে! স্বীকার করতেই হবে। সরকারি কলেজের ভিতর দিব্যি বৈঠকখানা বসিয়েছিল। দাড়ির মধ্যে ভীমরুলের বাসা!

যজ্ঞেশ্বর। এখন? ওরা বেড়ায় ডালে ডালে, আমরা পাতায় পাতায়। জবর আটকেছি বাছাধনদের। আমাদের তিন দল তিনদিকে —আর এদিকে নদী।

টমসন। নদী বলে নিশ্চিন্ত থেকো না চক্রবর্তী। ওদের অসাধ্য কাজ নেই। হয়তো বা নদী সাঁতরেই সরে পড়বে।

যজ্ঞেশ্বর। ঠিক বলেছেন স্যার। ওরা সব পারে। নদীর পাড়ে আমি ঘাঁটি আগলাব।

টমসন। আমি রাস্তার মুখে দাঁড়াচ্ছি জনকতককে নিয়ে। রাস্তায় না উঠতে পারে।

টমসন চলে গেল।

অধর। (অনুচ্চ কণ্ঠে) সেই ভাল সাহেব—রাস্তায় উঠে এগিয়ে থাক, দরকার মতো দৌড় দিতে পারবে। চরের বালিতে সুবিধে হবে না, বুটজুতো বসে যাবে—

যজ্ঞেশ্বর। অধরবাবু, উলুবনে লাঠি মারতে মারতে এগোন আপনারা। ঠিক যেমন বুনো-শুয়োর তাড়িয়ে শিকার করে।

অধর। বলেছেন ভালো। বুনো-শুয়োরের মতোই ওরা। গো ধরে কোনদিক দিয়ে বেরিয়ে পড়বে, ঠিক নেই।

যজ্ঞেশ্বর। ভয় পেয়েছেন নাকি? একদল লাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে যাবে। রাইফেল তাক করে আর একদল থাকবে তাদের সঙ্গে। সাকুল্যে তো জন পাঁচ-ছয়—ভয়ের কি আছে?

যজ্ঞেশ্বর চলে গেলেন।

অধর। বটেই তো! উনিও নদীর ধারে হাওয়া খেতে গিয়ে বসলেন—ফাঁকা-চরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মর্ তোরা শালারা! গাছে ওঠ দিকি দ্বিজপদ। যদি কোন হদিস পাওয়া যায়! নইলে আচমকা হয়তো দু-হাত দূরে উলুবনে মাথা তুলে দাঁড়াবে—তখন আর ট্রিগার টিপবার ফুরসৎ হবে না।

দ্বিজপদ গাছে উঠল।

দ্বিজ। সর্বনাশ, একেবারে এসে গেছে। ঢিবির ও-ধারে। এগুচ্ছে · এগিয়ে আসছে ওরা।

দ্বিজপদ দ্রুত গাছ থেকে নামছে। এই সময় ঢিবির ও ধার থেকে পাঁচজন ওরা মুখ বাড়াল। ওদের হাতের পিস্তল গর্জন করে উঠল।

দ্বিজ। বাবা রে, ওরে বাবা রে—

টমসন ছুটে এল।

টমসন। ভীরুর দল! পাঁচজন তো ওরা মোটে! আমরা পঞ্চাশ অন্ততপক্ষে—

দ্বিজ। ওরা মরীয়া লোক—

টমসন। নদীপথে পালাতে চায় হয়তো—এদিক দিয়ে নদীর ধারে যেতে চাচ্ছে। হুঁ-হুঁ, শক্ত ঘাঁটি! চক্রবর্তী রয়েছে ওৎ পেতে।··

ঠিক আছে, তোমরা সরে এসো। যেন ভয় পেয়ে পালাচ্ছ, এমনি ভাব দেখাও। এদিকে—ফাঁকায় চলে আসুক ওরা। তারপর বোঝা যাবে।

আবার পিস্তলের গুলি। টমসন অধর ও দ্বিজপদ পালাল। ঢিবির আড়াল থেকে কুমুদ নিশানাথ আজিজ বিপিন ও সুশীল উলুবনের পাশে এল।

নিশা। অসম্ভব, নদী পার হওয়া যাবে না। লাভ কি এগিয়ে ?

আজিজ। নৌকো ওদিকে বাঁধা। কত খোশামোদ করলাম, মুঠো ভরে টাকা দিতে চাইলাম—পুলিশের ভয়ে কেউ নৌকো আনতে সাহস করে না।

সুশীল। গাঁয়ে ওঠবারও পথ বন্ধ—

কুমুদ। মুখোমুখি দাঁড়াব আমরা—

সুশীল। আমরা পাঁচ জন আর ওরা অনেক—

কুমুদ। পাঁচ জন পাশাপাশি আমরা দেশের মাটির উপর দাঁড়িয়ে লড়াই করব।·· না, পাঁচ জন নয়—চার জন। তুমি নও সুশীল, তুমি পালিয়ে যাও।

সুশীল। (কাতর কণ্ঠে) আমার বয়স কম। তাই ভরসা পাচ্ছ না কুমুদ-দা ?

কুমুদ। বেশি ভরসা তোমার উপর, তাই সব চেয়ে কঠিন দায়িত্বের কাজ দিচ্ছি। ওপারে আমাদের গ্রাম। আমাদের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে গাবতলায় মাটির নিচে পোঁতা অনেকগুলো বোমা-পিস্তল আছে। সে সব বরবাদ না হয়—আমাদের একজনকে বেঁচে থেকে সেই সব মালের খবরাখবর দিতে হবে দলের কাছে। তোমাকে বাঁচতে হবে ভাই, পালিয়ে যেতে হবে।

সুশীল। পালাব কেমন করে ?

কুমুদ। যেমন করে পার। মরা এর চেয়ে অনেক সোজা, বুঝতে পারছি। উলুবনের ভিতরে সাপের মতো বুকে ভর দিয়ে দিয়ে এগোবার চেষ্টা কর। অতি সন্তর্পণে—উপরের উলুঘাস যেন নড়ে না!

বন্দুকের আওয়াজ।

কুমুদ। যাও, চলে যাও—

সুশীল। দাদা!

কুমুদ। অস্ত্রের খবর বোলো। আর বোলো, আমরা জাতির অপমান করি নি, সাদা নিশান উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করি নি। সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে গেলাম।

সুশীল। বলব দাদা। ইংরেজ মুখ চেপে ধরবে, জানি। মুছে দিতে চাইবে আজকের এই পনেরোই আগস্টের রক্তাক্ত কাহিনী। কিন্তু অসাধ্য তাহাদের প্রয়াস। নিভৃত এই অসম-সংগ্রাম একদিন আগুন ছড়াবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। আজকের চার জন, চার লক্ষে গিয়ে পৌঁছবে অদূরকালে।

এক রাউণ্ড গুলি ছুড়ল পুলিশের তরফ থেকে। কুমুদের ইঙ্গিতে সুশীল উলুবনের মধ্যে অদৃশ্য হল।

বিপিন। যেন বর্ষার বৃষ্টি! অফুরন্ত ওদের বুলেট।

নিশা। ভারত-শোষণ করে সেই টাকায় অস্ত্রের এই বিপুল আয়োজন—

কুমুদ। আমাদের গোণাগুণতি। একটা বুলেটের অপব্যয় না হয় যেন আমাদের! একটা তাক না ফসকায়!

নিশা। তোমার হাত কাঁপছে আজিজ—

আজিজ। দুঃখে। ক'টা সাদা-চামড়া ওদের মধ্যে? যাদের দিকে পিস্তল তাক করছি, তারা আমাদেরই জাতভাই, দেশের মানুষ—

নিশা। ওঃ, ওঃ, ওঃ—

একটা বুলেট লাগল নিশানাথের গায়ে। সে গড়িয়ে পড়ল।

আজিজ। এই দেখ, চোখ মেলে দেখে যাও নিশানাথ। আর হাত কাঁপছে না।···গুলি ফুরিয়ে এল কুমুদ-দা—কি করা যায়?

কুমুদ। তোমার লেগেছে আজিজ?

আজিজ। কিছু না, কিছু না। ঢিবির ও-পারে চলে যাও তোমরা। ও-পার থেকে লড়াই কর।

বিপিন। তোমাদের ফেলে?

এমন সময় গুলি লাগল বিপিনের বুকে। তার সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত হল। তারপর সে ঢিবির গায়ে পড়ে গেল। যেন ঠেস দিয়ে বসেছে। আবার গুলি লাগল আজিজের গায়ে। সে-ও পড়ে গেল। হাতের পিস্তল ছিটকে গেল একদিকে। কুমুদনাথ পরম একাগ্রতায় তাক করে করে গুলি ছুঁড়ছে।

নিশা। বড় তেষ্টা পেয়েছে। জল···একটুখানি জল—

কুমুদ। নিয়ে আসছি। নদী থেকে কোঁচড় ভিজিয়ে আনছি রে ভাই।

কমুদনাথ নদীর দিকে চলে গেল।

নিশা। জল--একটু জল দাও—

বন্দুকের আওয়াজ। ক্ষণপরে টমসন, ও অধর এল।

টমসন। লড়াই ফতে! আর তো কোন সাড়াশব্দ নেই। কতক্ষণ পারবে আমাদের সঙ্গে?

অধর। সত্যি বলেছেন স্যার। মহাবীর আমরা।·· এই যে তিনটে—

টমসন। আর দু-জন? দেখ, দেখ—খোঁজ কর—আছে কোথাও পড়ে।···তাই তো, ভেগে গেল নাকি?

সোল্লাসে যজ্ঞেশ্বর এল।

যজ্ঞেশ্বর। পালের গোদাটাকে সাবাড় করে এলাম স্যার।

অধর। কুমুদনাথ?

যজ্ঞেশ্বর। নদীর জলে নামছিল। ও-পারে বাড়ি-ঘরেব পানে মন টেনেছিল হয়তো। কিম্বা আর কি মতলব, কে জানে? বুঝতে পারে নি, বাঘ ওৎ পেতে আছে। গুলি কবলাম। গুলি লেগেছে—তা-ও স্বচক্ষে দেখলাম। জল রাঙা হয়ে গেল।

টমসন যজ্ঞেশ্বরের কাঁধ চাপড়াল।

টমসন। সাবাস, সাবাস চক্রবর্তী!

যজ্ঞেশ্বব। কিন্তু স্যার, লাস ডাঙায ওঠাতে পারি নি এখনো। গুলি খেযে ডুবে গেল। ভেসে উঠবে নির্ঘাৎ, যদি এর মধ্যে কুমীরে খেযে না যায়। লোক মোতাযেন করে এসেছি—আমি স্যারকে তাড়াতাড়ি সুখবরটা দিতে এলাম।

হাত বাঁধা সুশীলকে টেনে হিঁচড়ে নিযে এল দ্বিজপদ ও কয়েকজন।

যজ্ঞেশ্বর। বাচ্চা শয়তানটা! এ কি করেছ তোমরা? পিছমোড়া দিযে বাঁধ, হ্যাণ্ডকাফ পরাও—

দ্বিজ। উলুবনের মধ্যে লুকিযে ছিল। পিছন থেকে ঝাপটে ধরেছি।

টমসন। তিন আর দুই পাঁচ। ব্যস, মিলে গেল পুরোপুরি।

দ্বিজ। (একটা পিস্তল দিল যজ্ঞেশ্বরের হাতে) এইটে পাওযা গেল এর কাছে।

যজ্ঞেশ্বর। ওরে বাবা, গুলি বোঝাই রয়েছে। এই সব মশার-পিস্তল পায় কোথায় এরা? এই কোথায় পাস?

সুশীল। আমি জানি নে—

যজ্ঞেশ্বর। কতগুলো আছে এই রকম? কোথায আছে?

সুশীল। জানি নে—

যজ্ঞেশ্বর। জানিস নে? তবে রে—

যজ্ঞেশ্বর জুতা সমেত সজোরে লাথি মারল সুশীলকে। সুশীল বসে পড়ল।

যজ্ঞেশ্বর। পেটের মধ্যে সাঁড়াশি ঢুকিয়ে যত কথা—আর সেই সঙ্গে নাড়িভুড়ি বের করে আনব। আমাদের চিনিস নে!

টমসন। এখানে নয় চক্রবর্তী—

যজ্ঞেশ্বর। তা বটে! স্যারের সামনে উচিত নয়। আমার খেয়াল ছিল না।··(দাঁত বের করে হাসতে হাসতে) আমার সম্বন্ধে বিবেচনা চাই স্যার। এতবড় একটা ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়ে দিলাম। পালের গোদাটাকে বধ করলাম নিজের হাতে—

টমসন। সত্যি, খুব কৃতিত্ব তোমার। তুমি রায়বাহাদুর হবে চক্রবর্তী। আমি তার ব্যবস্থা করব।

সুশীলের ঝুটি ধরে টেনে নিয়ে যজ্ঞেশ্বর হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

টমসন। (অধর ও দ্বিজপদকে লক্ষ্য করে) লাসগুলো নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর—

অধর বেরিয়ে গেল। টমসনও যাচ্ছিল—নিশানাথ অচেতন হয়ে ছিল, এই সময় তার জ্ঞান ফিরল।

নিশা। জল · জল এনেছ?

দ্বিজ। লাস কোথায় স্যার? চিঁ-চিঁ করছে। বড্ড কড়া প্রাণ ছোঁড়াগুলোর—রাইফেলের গুলিতেও শেষ হতে চায় না।

নিশা। জল—

টমসন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আছে বই কি জল। খাবে? হাঁ কর।

জলের পাত্র বের করল টমসন। নিশানাথ হাঁ করছে।

টমসন। হাঁ কর·· ভাল করে···এদিকে, এদিকে মুখ ফেরাও—

টমসন জল ফেলে দিল মাটিতে। মুখে পৈশাচিক হাসি। আজিজ ওদিকে প্রাণপণ চেষ্টায় তার পিস্তলটা কুড়োবার চেষ্টায় আছে। পারছে না।

দ্বিজ। সব জল মাটিতে পড়ে যাচ্ছে স্যার। এক ফোঁটাও মুখে পড়ছে না।

টমসন। দুশমনকে আমি পানি দিই না।…খা, খা…কত খাবি খা—

জল ঢেলে ফেলে দিয়ে শিস দিতে দিতে টমসন বেরিয়ে গেল। দ্বিজপদও গেল এদের শীঘ্র সরিয়ে নেবার ব্যবস্থায়। আজিজ এতক্ষণে পিস্তল পেয়েছে। টমসনের দিকে লক্ষ্য করল, কিন্তু পাল্লার বাইরে চলে গেছে সে। নিশানাথ আবার আর্তনাদ করতে আজিজ তার দিকে ফিরল।

নিশা। জল—জল—

আজিজ। এই শেষ গুলি। টমসনকে পেরে উঠলাম না, ভাবলাম নিজের গরজে লাগবে। কিন্তু তোর দরকার বেশি। নিশানাথ, বন্ধু, ভাই, তেষ্টা পেয়েছে—পানি চাস? দুশমনেরা পানি দিল না? বড় বন্ধু তুই আমার—আমি দিচ্ছি—

গুলি করল।

আজিজ। ঘুমো…ঘুমো এবার। ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমো। তেষ্টা মিটেছে তো?

আজিজের চোখে জল। সে-ও পড়ে গেল।

অষ্টম দৃশ্য

কলেজের কক্ষ

১৯১১ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর আজ। ক্লাসে নূতন ছেলেরা ও প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের গম্ভীর ধীর কণ্ঠ কক্ষে ধ্বনিত হতে লাগল।

প্রিয়। সাতসমুদ্র পার হয়ে রাজা-রাণী এসেছেন, দিল্লিতে দরবার বসেছে আজকে। দেশব্যাপী উৎসব। ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানো হচ্ছে। তোমরাও খাবে, করোনেশন-মেডেল পাবে সকলে। রাত্রে বাজি পুড়বে।

…আজকের এই আমোদ-স্ফূর্তির মধ্যে স্মরণ করি আমাদের কুমুদ আজিজ নিশানাথ বিপিন আর সুশীলকে। নতুন ছেলে তোমরা—তাদের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, কিন্তু অনেকেই চোখে দেখ নি। গেল-বছর ১৫ই আগস্ট—ষোল মাস হয়ে গেল—তারা লড়াই করেছিল গলাকাটার চরে। বীর পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সুশীলই কেবল আছে, বহুদূরে— আন্দামানের নির্বাসনে। এই মুহূর্তে কি করছে সে, কে জানে?

স্তব্ধ হলেন প্রিয়নাথ। তাঁর কোটরগত চক্ষু জলে ভরে উঠল। আবার তিনি বলতে লাগলেন -

প্রিয়। শোন ছেলেরা, একদিন শিখের ইতিহাসে রাজপুতের ইতিহাসে ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির জীবন-কথায় দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত খুঁজতাম। আজকে দূর-দূরান্তরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের নিতান্ত-পরিচিত নিকটতম প্রতিবেশী, আমাদের ঘরের ছেলে—তারাই সব ইতিহাসের মানুষ। প্রাণ যেন হাতের মুঠোয় করে এগিয়ে যায় প্রয়োজনের মুহূর্তে অবহেলায় ছুঁড়ে দেবে বলে। বন্দেমাতরম্ বলে ফাঁসির দড়ি চুম্বন করে. ফাঁসির হুকুমের পর ওজন বেড়ে যায় তাদের। গবনমেণ্ট এদেরই কেবল মারছে না, যে মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে এরা আত্মদান করছে তাকে অবধি মেরে ফেলতে চায়। এই কলেজেরই ছাত্র আজিজ নিশানাথ বিপিন সম্মুখ-যুদ্ধে মারা গেল। তাদের নেতা কুমুদনাথের মৃতদেহ ভেসে গেল নদী-স্রোতে, কুমীরে কামটে খেয়ে ফেলল। এমনি আরও কত যাবে! বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সংগ্রামের শুরু, কিন্তু পূর্ণ-স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। জাতির শক্তিকে খণ্ডিত ও বিচূর্ণিত করবার পাপ-প্রয়াস যে বিদেশি শক্তির, দুর্ধর্ষ সংগ্রামে সাগর-পারে খেদিয়ে দেব তাদের। আসবে তারপর পরম দিন—সাদার বদলে

কালোর কর্তৃত্ব নয়, সকল মানুষের সর্বসুখ ও সম্পদে সম্পন্ন হওয়ার স্বাধীনতা।

ভবদেব এলেন।

ভব। ছাত্রগণ, আনন্দের খবর শোনাতে এসেছি। প্রতিজ্ঞা বজায় রইল আমাদের। কার্জনের সেটেল্ড ফ্যাক্ট আনসেটেল্ড করেছি আমরা। ভাঙা-বাংলা জোড়া লাগল।

প্রিয়। তাই বটে! মাঝামাঝি খণ্ডিত করেছিল, সেটা জুড়ে দিয়ে ছাঁটাই করল চারিদিক থেকে। কতক বিহারে গেল, কতক আসামে—

ভব। সদাশয় সম্রাট্ প্রজার মনোবেদনা উপলব্ধি করে দিল্লিতে আজ বঙ্গবিচ্ছেদ-রদের ঘোষণা করেছেন। সন্ধি হয়ে গেল, আর আমাদের ক্ষোভের কারণ নেই। বল, সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন—

ছেলেরা। (একে একে)

আজিজ দীর্ঘজীবী হোন —
নিশানাথ দীর্ঘজীবী হোন —
বিপিনচন্দ্র দীর্ঘজীবী হোন—
দীর্ঘজীবী হোন কুমুদনাথ—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য সেই মফস্বল শহরের একটি রাস্তা

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭। রাস্তার ধারে থানা। থানা ফুল-পাতায় সাজানো। দূরে রাস্তার শেষপ্রান্তে এক বড় তোরণ দেখা যাচ্ছে। তোরণের উপর লেখা—'শহীদ মণ্ডপ'।

শহীদ-মণ্ডপের দিকে জন চারেক দ্রুত গতিতে চলেছে—যজ্ঞেশ্বর অগ্রবর্তী। বুড়ো হয়েছে যজ্ঞেশ্বর—কিন্তু দস্তুরমতো শক্ত-সমর্থ। তার কাঁধে বিশাল জাতীয়-পতাকা, মাথায় গান্ধিটুপি।

যজ্ঞেশ্বর। বলো—জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! স্বাধীন ভারত কি জয়! মহাত্মা গান্ধি কি জয়!

অনুবর্তীরা জয়ধ্বনি করল।

থানার বারান্দায় গণপতি কনেষ্টবল সুঁচ-সুতো নিয়ে পতাকা সেলাই করছে। যজ্ঞেশ্বর চেয়ে চেয়ে দেখছে থানার দিকে। তারপর রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল—

যজ্ঞেশ্বর। কি এ কি? থানা ন্যাড়া কেন এমন? দারোগা কোথায়? ওকি হচ্ছে গণপতি?

গণপতি। সেলাই করছি কর্তা—

যজ্ঞেশ্বর। এখন পতাকা সেলাই?

গণপতি। কি করব, খদ্দর যে কিছুতে জোটানো গেল না—

যজ্ঞেশ্বর। দেশসুদ্ধ লোক জোটাল—তার উপর তোমরা হলে সরকারি মানুষ, পুলিশের লোক—

গণপতি। ঐ তো কাল হয়েছে কর্তা। আট টাকা গজ বিকোচ্ছে। ঐ ব্লাকের দর আমাদের কাছে হাঁকতে পারে না—স্রেফ বেকবুল যায়

যে মাল নেই। অনেক চেষ্টায় কিছু মিলের খদ্দর জোগাড় করে তাই রঙ করে নিয়েছি।

যজ্ঞেশ্বর। দশটা বাজে—এখন তোমার এ কৈফিয়ৎ কে শুনবে গণপতি? সরকারি থানার উপর পতাকা নেই—ছি-ছি-ছি! মিনিস্টার দেখে শুনে আমাদের গায়ে থুতু দিয়ে চলে যান—তখন ফ্লাগ টাঙিয়ে শোভা করে তুমি আর তোমার বড়বাবু দেখো।

গণপতি। এই হয়ে গেল। এখনই টাঙাব। গণ্ডা দুই টাঙিয়ে দেব একসঙ্গে।

শিশির। কোন দিকে গেলেন বড়বাবু?

গণপতি। মেলায়—

যজ্ঞেশ্বর। মেলা? মেলা বসল কোথায় আবার?

গণপতি। (শহীদ-মণ্ডপের দিকে আঙুল দেখিয়ে) উই—উই যে—

যজ্ঞেশ্বর। (হাসলেন) শোন· শুনলে তো? শহীদ-মণ্ডপে শহীদদের স্মৃতি-পূজা—এমন একটা পবিত্র অনুষ্ঠান—তাকে মেলা বলছে। যত উজবুক নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা উৎসব! দশটা বাজে—এখনো রাস্তা সাজানো সারা হল না—

বিধুকে দেখা গেল।

যজ্ঞেশ্বর।·· ঐ, ঐ দেখ—আর এক নম্বর স্বাধীন ভারতের নাগরিক। স্বাধীনতায় ঘেন্না ধরিয়ে দিল এরা!··· ওরে বিধু, তেলচিটে তেনা পরে এই মূর্তিতে কোথায় চললি?

বিধু। নিড়েন দিতে যাচ্ছি আজ্ঞে—

যজ্ঞেশ্বর। ভারত স্বাধীন হল, একটা ঐতিহাসিক দিন আজকে, আর তুই নিড়েন হাতে সরে পড়ছিস?

বিধু। ক্ষেতে বড্ড গোন—

যজ্ঞেশ্বর। মিনিস্টার এই পথে যাবেন, খেয়াল আছে? পথের ধারে তোর বাড়ি—বাড়ি সাজিয়েছিস কই?

বিধু। বাড়ি সাজাতে হবে?

যজ্ঞেশ্বর। (মুখ ভেংচে) ন্যাকা! আটদিন ধরে বাজারে কাড়া দেওয়া হচ্ছে, কানে ছিপি এঁটে ছিলি?

বিধু। তা তো শুনলাম কর্তা যে ইংরেজ চলে গেল, আমরা স্বাধীন হলাম—

যজ্ঞেশ্বর। শুনে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলি—এখন ক্ষেতে চলেছিস। ··স্বাধীন হলি, তা কিছু করতে হবে না সেজন্য? · টের পাবি। ট্যাক্স বেড়ে যাবে, কণ্ট্রোলের কাপড়-কেরাসিন একেবারে বন্ধ করে দেব।

বিধু। না না বাবু মশায়·· মুখ্যু মানুষ, বুঝতে পারি নি। কি করতে হবে, বলে দিন। আজকের এমন গোনটা মাঠে মারা যাবে! (নিশ্বাস ফেলে) যাকগে ·কি আর হবে—স্বাধীন হয়ে গেলাম যখন—

যজ্ঞেশ্বর। শিগগির বাড়ি যা · গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর-বাড়ি সাজিয়ে ফেল। গরিব মানুষ—পয়সা-কড়ি বেশি খরচ করতে বলি নে—কলাগাছ ফুল আর দেবদারু-পাতা দিয়ে সাজাগে।

বিধু দ্রুত চলে গেল।

যজ্ঞেশ্বর। দেখলে শিশির, যে দিকে নজর না দেব—হতভাগারা একটা অনাসৃষ্টি ঘটিয়ে বসে আছে! · চলো—চলো—

যজ্ঞেশ্বর শিশির প্রভৃতি চলে গেল। গণপতি উঠে নিশান টাঙাচ্ছে। অনিরুদ্ধ এল—গণপতিকে প্রশ্ন করছে।

অনিরুদ্ধ। মিষ্টি-মিঠাইয়ের দোকান কোন দিকে কনেস্টবল-সাহেব? আমরা নতুন এসেছি—

গণপতি। অনেক দোকান বসেছে, চলে যাও ওদিকে···উই—উই যে মেলা···থুড়ি, মেলা নয়—কি লেখা আছে পড় তো—

অনিরুদ্ধ। শহীদ-মণ্ডপ—

গণপতি। শহীদ কাকে বলে বাবু ?

অনিরুদ্ধ। শহীদ—শহীদ·· তাই তো—

মাথা চুলকাচ্ছে। এমন সময় কেশব ও তাঁর স্ত্রী মলিনা এলেন। চেহারা বেশ-ভূষাও কথাবার্তায় বোঝা যায়, পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এঁরা—চাষবাস নিয়ে থাকেন। কেশবের বয়স সাতান্ন, মলিনার পঁয়তাল্লিশ।

অনিরুদ্ধ। (কেশবের দিকে) শহীদ বস্তুটা কি হল দত্ত মশায় ? জানা আছে ?

কেশব। (ঘাড় নাড়লেন) না। নতুন নতুন কত কি বেরুচ্ছে আজকাল—কে অত খবর রাখে ? শহীদ-টহিদ আমাদের সময়ে ছিল না।

অনিরুদ্ধ। দিদি, বিস্তর মিঠায়ের দোকান ঐ দিকে। কনেস্টবল সাহেব বললেন।

কেশব। রক্ষে কর। এর উপরে আবার·সন্দেশ-রসগোল্লা সাঁটতে গেলে রাহা-খরচে টান পড়ে যাবে, বাড়ি ফিরতে হবে না। চল্লিশ-খানি করকরে টাকা নিয়ে এলাম—সাত টাকা সাত আনায় ঠেকেছে, খেয়াল রেখো।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে 'জয় হিন্দ' জকার দিতে দিতে সুসজ্জিত একদল ভলাণ্টিয়ার মার্চ করে চলে গেল।

মলিনা। আঃ, থাম দিকি। কান ঝালাপালা হয়ে গেল তোমার খরচের হিসেব শুনতে শুনতে !

মুগ্ধ হয়ে ভলাণ্টিয়ারদের দেখতে লাগলেন।

মলিনা। কিছুতে আসতে চাচ্ছিলে না। দেখেছ এত সব কোন পুরুষে ?

অনিরুদ্ধ। ‘জয় হিন্দ্’ জকার দিতে দিতে মার্চ করে গেল—আমার তো দিদি ইচ্ছে করছে, তুড়িলাফ দিয়ে ঐ দলের মধ্যে ভিড়ে পড়ি।

কেশব। খরচ-খরচা আমার—লাফ দেবার ইচ্ছে তো হবেই। আমার খরচান্ত করতে পারলে ভাই-বোন তোমাদের স্ফূর্তির অন্ত থাকে না। আজ বলে নয়—ছত্রিশ বছর এই দেখে আসছি।

মলিনা। তোমার খরচান্ত করি? সত্যি কথা বল, ধম্মো কথা বল। সেই পাত্র কিনা তুমি! এত কাল বিয়ে হয়েছে—সাঁইতলা থেকে ক-দিন কোথায় তুমি নিয়ে গেছ?

অনিরুদ্ধ। ঘরকুনো মানুষ, লোক দেখলে মুখ ঢাকেন, চৌকি-দারের হাঁক শুনলে ভিরমি লাগে—উনি নিয়ে আসবেন তোমায় বাইরের আলোয়। হয়েছে আর কি!

কেশব। আমায় লাগবে কোন দুঃখে? তুমি সশরীরে বর্তমান—পালে-পার্বনে হামেশাই দিদিকে আলোক পান করিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। যত গোলমালের মূলে তো তুমিই!

অনিরুদ্ধ। আমি? আমি আপনার কি গোলমাল ঘটালাম দত্ত মশায়?

কেশব। গোলমাল নয়? বড়দলের হাটে গিয়ে তুমিই তো হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ কিনে আন, সেই সব খবর দশজনকে চাখিয়ে চাখিয়ে বেড়াও। নইলে এই হুজুগের বৃত্তান্ত এত নদী-খাল মাঠ-জঙ্গল পেরিয়ে পৌছতে পারে সাঁইতলা অবধি?

মলিনা। যেমন মানুষ, তার তেমনি কথা! এত কষ্টের পর দেশ স্বাধীন হল, সেটা নাকি একটা হুজুগ!···তুই মুখ ভার করিস নে অনি। উনি কি মানুষ? লাঙল-গরু আর গোন-বেগোন শুধু বুঝে রেখেছেন। স্বাধীন হওয়া যে কি ব্যাপার, ও নিরেট মাথায় তা ঢুকবে কি করে?

কেশব। গরজ নেই ফাঁপা মাথার। বেশি বুঝলেই তো খরচ! সবাই কোমর বেঁধে রয়েছ বোঝাবার জন্যে।…এত করে বললাম, শীতকাল আসুক—ধান-পাট কলাই-সরষে ঘরে উঠুক, গাটে টাকা থাকবে, মনে সুখসোয়াস্তি থাকবে—তখন দু-দিনের জায়গায় দশদিন ধরে স্বাধীনতা দেখিয়ে আনব—

মলিনা। শোন কথা! তোমার সরষে-কলাই ঘরে ওঠা পর্যন্ত মুলতুবি থাকত বুঝি স্বাধীনতার দিন?

কেশব। তবে কি? কর্পূরের মতো উবে যেত বাতাস লেগে? এতই যদি পলকা, সে জিনিষ দেখতে টাকা খরচ করে আসা কেন?

অনিরুদ্ধ। তুমি থাম দিকি দিদি। মিছে তর্ক করা ও-লোকের সঙ্গে!

কেশব। এ-ও তো বলেছিলাম, তোমাদের স্বাধীনতা—তোমরা দেখেশুনে নেচে-কুঁদে এসগে। আমায় রেহাই দাও।·· কিছুতে ছাড়লে না—টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলে।

অনিরুদ্ধ। না আনাই উচিত ছিল। দিদি শুনলেন না। জঙ্গল-রাজ্যে থেকে থেকে একদম জংলি হয়ে গেছেন আপনি।

মলিনা। গরু-ছাগল চরিয়ে চরিয়ে তাদেরই সামিল হয়েছ। মানুষ বলা যায় না তোমাকে।

কেশব। আচ্ছা, একটা কথার জবাব দাও। স্বাধীনতার কতটুকু কি দেখলে বল এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করে? শুধুই হৈ-হল্লা। সত্যি সত্যি যদি কিছু পেয়ে থাকি, তার চেহারা ফুটবে দু-মাস ছ-মাস কি দু-বছর ছ-বছর পরে। আজকে দেখবার কিছু নেই।…বেলা হয়েছে, বড় কড়া রোদ। চলো—

কেশব শহীদ-মণ্ডপের বিপরীত দিকে চললেন।

অনিরুদ্ধ। ও কি, ওদিকে কেন? ও-পথে নয়—

কেশব। স্টেশনে যাবার পথ। সব পথ চিনি ভায়া। কতকাল কাটিয়ে গেছি এ জায়গায়! এগারোর গাড়ি চাপিগে এইবার—

অনিরুদ্ধ। শহীদ-মণ্ডপে যাওয়া হবে না?

কেশব। এত বোঝালাম, তবু গোঁ ধরে আছ। হাতজোড় করছি ভায়া… সাঁইতলা পৌঁছে বসন্ত-ময়রার দোকানে সন্দেশ-রসগোল্লা তোমাকে ভরপেট খাওয়াব, এই কথা দিয়ে রাখলাম। আর বাগড়া দিও না।

অনিরুদ্ধ। সন্দেশ-রসগোল্লার জন্য শহীদ-মণ্ডপে যেতে চাচ্ছি, এই আপনি ভাবছেন?

কেশব। তা ছাড়া কি? আর কি আছে ওদিকে? আমার চেনা জায়গা—স্যাঁড়াসেজি আর শেয়াকুলের জঙ্গল—দেদার কাশবন। আর এই যা শুনলাম · হালে নাকি ক'টা মিষ্টির দোকান বসিয়েছে।

অনিরুদ্ধ। অত লোক যাচ্ছে, দল বেঁধে মিছিল করে করে যাচ্ছে—শুধু মিষ্টি খাবার লোভে?

কেশব। খেয়াঘাট ঐদিকে—গাঙ পার হয়ে বাড়িঘরে যাচ্ছে বোধ হয়।·· এপার-ওপার সমস্ত আমার নখ-দর্পণে। কতকাল কাটিয়ে গেছি, খবর রাখ না তো!· ঘাড় নাড়ছ? আমি বলছি, গলাকাটার চর—সন্ধ্যার পর ভয়ে কেউ ওদিককার পথ মাড়ায় না।

মলিনা। তর্কাতর্কি ভাল লাগে না পথে দাঁড়িয়ে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। মিষ্টি-মিঠাইয়ে কাজ নেই—একঢোক জল পেলে বাঁচি। হাড়কিপ্পণ—উনি মিষ্টি খাওয়াবেন! ক্ষেপেছিস তুই অনি?

কেশব। কনেস্টবল-ভাই, খাবার জল কোন দিকে? সেই নদী অবধি যেতে হবে?

গণপতি। ঐ যে—ভাল টিউকল আছে। পাশ দিয়ে চলে যাও। ঘটি আছে। কোন জাত, কি বৃত্তান্ত—ঘটি উঁচু করে মুখে ঢেলো।

গণপতির দেখিয়ে-দেওয়া পথে কেশব ও মলিনা অদৃশ্য হলেন।

অনিরুদ্ধ। জল খেতে লাগ তোমরা। আমি দেখে আসি, কি ব্যাপার শহীদ-মণ্ডপের ওদিকটায়।

অনিরুদ্ধ শহীদ-মণ্ডপের অভিমুখে চলে গেল। গণপতির পতাকাসজ্জা হয়ে গেছে। এমনি সময় আজকের অনুষ্ঠানের কর্মী কয়েকজন এল। বাতাস খাচ্ছে তারা কোঁচার কাপড়ে। গণপতি তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে পাঁচ ছ'খানা হাতপাখা এনে দিল।

গণপতি। এই যে···পাখা নিন। রোদে বড্ড কষ্ট হয়েছে। ডাব আনি ?

যোগেশ। না না—দরকার নেই—

গণপতি। সরকারি গাছের ডাব হুজুর। বড়বাবুর হুকুমে পাড়িয়ে রেখেছি—খাটাখাটনি করে বেড়াচ্ছেন, আপনাদেরই জন্য।

ভোলা। আমাদের 'হুজুর' বলছ কেন গণপতি ?

গণপতি। মুখে এসে যাচ্ছে। এদ্দিন সাহেবদের বলতাম—বলে বলে রপ্ত হয়ে আছে।··এখন ধরুন, তাদের গদিতে বসেছেন তো আপনারা !··ভাল হয়ে বসুন বেঞ্চির উপর। আমি আসছি—

বেঞ্চিতে কেউ বসল না। বারাণ্ডায় ক-জন পা ঝুলিয়ে বসেছে; আর ক-জন দাঁড়িয়ে।

অনিল। যেদিকে তাকাও, পতাকা উড়ছে। আমাদের কত রক্ত আর কত স্বপ্নে রঞ্জিত ঐ তে-রঙা পতাকা ! এমনি পতাকা উড়িয়েছিলাম কোহিমায়। নেতাজি ডাক দিয়ে বললেন, 'হামারে ভাইয়ো, আজাদ-হিন্দকা কোয়ামি ঝাণ্ডা সরকার কো পরবার হামারি মাতৃভূমি কি জমীন পর পাহারা লে রহা হ্যায়।' দু-শ বছরের পরাধীন ভারতবর্ষের প্রান্তে দুরন্ত বাতাসে পতাকা পত-পত করে উড়তে লাগল, স্বাধীন গভর্নমেণ্টের সৈন্যবাহিনী আমরা সগৌরবে অভিবাদন করলাম। লড়াইয়ের কড়া আইনে নেতাজির আহ্বান

দেশবাসীর কানে পৌঁছল না। অস্ত্রের অভাবে খাদ্যের অভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মুক্তি-সৈনিকরা। আমাদেরই সর্বস্ব শোষণ করে বলীয়ান বৃটিশ জাতীয়-পতাকা টেনে ছিঁড়ে ধূলোয় ফেলে দিল।

ভোলা। ওর আগেও ভাই আমরা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলাম বিয়াল্লিশের আগস্ট মাসে। একটা মাস ইংরেজ-সরকারের কোন চিহ্ন ছিল না। আমাদের আদালত, আমাদের থানা-পোস্টাপিস—এ অঞ্চলের মালিক হয়েছিলাম আমরাই। থানার উপর আজ এই কত পতাকা উড়ছে—সেদিন এইখানে আমাদের দল এসে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে গুলি-বৃষ্টি শুরু হল বারাণ্ডা থেকে।

গণপতি এই সময় কয়েকটা ডাব কেটে নিয়ে এল।

ভোলা। গণপতি, তুমিও তো ছিলে সেই দলে?...আজকে কত খাতির! ডাব খাওয়াচ্ছ, 'হুজুর' 'হুজুর' করছ।

গণপতি। হুকুমের গোলাম হুজুর। এখন আপনারা হুকুম দিন। সেই সাহেবগুলোকেই কি রকম কচু-কাটা করি দেখতে পাবেন।

ভোলা হেসে ফেলল। আবার বলে—

ভোলা। রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল সেদিন সামনের ঐ পথের ধূলো। হাতে হাতে পতাকা এগুতে লাগল। মেয়ে-পুরুষ গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, কিন্তু হাতের পতাকা কেউ ছাড়ে নি—

যোগেশ। পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলাম আমরা তোমাদেরও আগে—ঐ গাঙের ধারে তিরিশ সালে নুন তৈরি আর ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলনের সময়। নুনের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে চুরমার করল, ভলান্টিয়ারদের আস্তানা পুড়িয়ে দিল, লাঠি মেরে তাদের

হাড়গোড় ভাঙল—দুর্দম সত্যাগ্রহী একজন কেউ তবু পিছু হঠে না। আকাশ মন্দ্রিত করে গান্ধি-মহারাজের জয়ধ্বনি ওঠে। ট্যাক্সের দায়ে থালা-বাসন গরু-বাছুর টেনে টেনে রাস্তায় ফেলছে, ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি সেই সময়। ক্ষেপে গিয়ে পুলিশ তখন বেপরোয়া বন্দুক ছোড়ে। কিন্তু মৃত্যুভয় করে না অহিংস সংগ্রামীরা—বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। বন্দুকে তাদের কি করবে?

মুরারি। পুলিশের গুলির পালটা জবাব গুলি দিয়ে দিয়েছিল তারও কতকাল আগে ঐখানে—ঐ ভূমির উপর, সাঁইত্রিশ বছর আগে। আমি তখন ছেলেমানুষ। বাবা এখানকার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন।…আচ্ছা, কুমুদ বিপিন নিশানাথ আজিজ বেঁচে উঠে হঠাৎ যদি এসে পড়েন আমাদের মধ্যে! তাঁদের সাধনা সার্থক হল এত দিনে, কত উল্লাস হত আজ বেঁচে থাকলে!

অনিল। সাঁইত্রিশ বছর কেন—তারও আগের কথা ভাব ভাই। সংগ্রাম আমাদের কি কম দিন চলছে? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যেদিকে খুশি দেখে এসগে সংখ্যাতীত নীলকুঠির ধ্বংস-চিহ্ন। যুদ্ধের পরে রণক্ষেত্রের যে চেহারা হয়, ঠিক তেমনি। সাদা রং ও রাজার গোষ্ঠি বলে ইংরেজকে তারা রেহাই করে নি সেই দূর অতীতে। নীল-বিদ্রোহের অনামি চাষীদের নমস্কার কর আজকের দিনে।

ভোলা। তারও আগে ওহাবি-আন্দোলন। পরাধীনতার জ্বালা এমন নিদারুণ—সাধ্য ও সঙ্গতির হিসাব-বোধ থাকে না, সকল কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। তিতুমীরের মতো বাঁশের কেল্লা গড়ে রুখতে যায় কামান-বন্দুকধারী দুর্ধর্ষ গোরা-সৈন্যদল। পরবর্তী কালের নিশ্চিন্ত নিরাপদ শ্রোতারা কাহিনী শুনে হয়তো বিদ্রূপ করে—

মলিনা ও কেশব জল খেয়ে ফিরে এলেন। অনিরুদ্ধের জন্য তাঁরা শহীদ-মণ্ডপের দিকে তাকাচ্ছেন।

মুরারি। যুগ যুগ ধরে যেন হাজার হাজার শহীদের শোভাযাত্রা! কখনো গলিঘুঁজি কখনো বা সদর-পথে সগৌরবে পতাকা বয়ে নিয়ে স্বাধীনতার এই দিনে এসে পৌঁছলাম—

যোগেশ। ঠিক! শোভাযাত্রার মতোই সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের ছবিগুলো পর পর সাজিয়ে রেখেছে শহীদ-মণ্ডপে —

অনিরুদ্ধ এল।

অনিরুদ্ধ। শুনলে তো দিদি? শোন। আমি কিছু বলছি নে। দত্ত মশায়কে শোনাও।·· আসল জিনিসটাই ফাঁকি দিয়ে স্টেশনমুখো নিয়ে চলেছিলেন—

কেশব। (অনিলকে) খুব মচ্ছব হচ্ছে নাকি, গলাকাটার চরে?

অনিল। চর? চর কোথা পেলেন শহরের ভিতর? কোত্থেকে আসছেন মশায়?

কেশব। আমিও তো জিজ্ঞাসা করতে পারি, গলাকাটার চর জানেন না—কোথায় থাকা হয় আপনার? এ জায়গার ধুলো-মাটি অবধি আমার মুখস্থ। কত বছর ছিলাম এখানে জানেন?

মলিনা। ছিলে না আরো-কিছু! ধাপ্পা। কিচ্ছু মিলছে না। বললে, চান করবার দীঘি—গিয়ে দেখলাম, বায়স্কোপের বাড়ি। যেখানে বললে হাসপাতাল, সেখানে মোটর-মেরামতি কারখানা। সত্যিই তো! শহর জায়গায় গলাকাটার চর নিয়ে গলাবাজি করছ—বুড়ো হয়ে হুঁশজ্ঞান তোমার লোপ পেয়েছে।

মুরারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ···ছিল গলাকাটার চর—ছেলেবেলায় দেখেছি। অনেক কালের কথা—সে সব দিনকাল নেই, সে মানুষজন নেই, কিচ্ছু নেই। শহরের সেরা বাসিন্দাদের বাড়ি এখন ওদিকে। পিচের রাস্তা—বিশ হাত অন্তর আলো। যেখানটায় চর ছিল, মস্ত বড় পার্ক সেখানে। রিভার-ভিউ পার্ক।

যোগেশ। বিভার-ভিউ আর নয় মুরারিবাবু, ওর যে নতুন নামকরণ হল—স্বরাজ-পার্ক।

অনিরুদ্ধ। স্বরাজ-পার্কের আধাআধি জুড়ে বিরাট-মণ্ডপ হয়েছে দিদি। ঐ যত মানুষ—সবাই চলেছে। টিকিট-বিক্রির খোপ-ছুটোর সামনে কেরোসিন-কেনার মতো লাইন হয়ে গেছে। আট আনা করে টিকিট—

কেশব। বাবা রে!

অনিল। আঁতকে উঠবার কি আছে? একুনে শ-দেড়েক শহীদের ছবি। বেশি হবে তো কম হবে না। মাত্র আট আনায় সব দেখতে পাবেন।

অনিরুদ্ধ। শহীদ বস্তুটা কি হল, একটু যদি বুঝিয়ে দেন—

অনিল। শহীদ জানেন না? কোন যুগের লোক? কোন ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরের বাসিন্দা?

ভোলা। গালিগালাজ কর কেন অনিল? যাঁরা দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের শহীদ বলে। যেমন কুমুদনাথেরা—লড়াই করতে করতে ঐখানটায় যারা প্রাণ দিয়েছিলেন।

কেশব। ছবি দেখবার লোভে লোকে পয়সা দিয়ে মণ্ডপে ঢুকছে? শহীদদের কি চারটে হাত আর আটখানা করে পা?

মলিনা। তুমি তো জগতে কেবল পয়সাই চিনেছ! সবাই তোমার মতো নয়। কাদের ছবি সেটা বিবেচনা কর।

মুরারি। বটেই তো! আজকের এই স্বাধীনতা ওঁদেরই আত্মদানের পুণ্যে। আমাদের শহর ছোট হলেও শহীদ-মণ্ডপের অনুষ্ঠানটা সামান্য ব্যাপার নয়। মিনিস্টার এসে পতাকা তুলবেন, অনেক বড় বড় জায়গার নিমন্ত্রণ ছেড়ে এখানে আসছেন। স্বদেশি-গানের জলসা বসেছে সকাল থেকে, কলকাতার বড় বড় আর্টিস্টরা এসেছেন।

কেশব। বোঝা গেল এতক্ষণে। দেশি মন্ত্রী আসছেন, নানা জনের রকম-বেরকমের দরবার। পতাকা তোলার সময় হাজির থেকে সবাই মন্ত্রীকে তোয়াজ করতে চান।···বাদ দিয়ে দাও মন্ত্রীমশায়ের বক্তৃতা, বাতিল কর কলকাতার আর্টিস্টের গানের আসর, টিকিটের দর দু-আনায় নামিয়ে দিলেও সিকির সিকি বিক্রি হবে না।

মুরারি। বলতে চান, অকৃতজ্ঞ আমার দেশের মানুষ? কোন শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম নেই আত্মনিবেদিত শহীদজনের উপর?

কেশব। (অস্বাভাবিক রূঢ় কণ্ঠ) না, না, কিচ্ছু নেই। ঢের জানি ওদের—চিনতে কিছু বাকি নেই। মজা দেখতে ওরা টিকিটঘরের জানলায় ভিড় করছে। যেমন মানুষ যাত্রা-থিয়েটার দেখতে যায়। এই যেমন আমরা চল্লিশ টাকা গাঁটে নিয়ে সাঁইতলা থেকে স্বাধীনতার মজা দেখতে বেরিয়েছি।

অনিল। ছি-ছি! এমন হীন ধারণা স্বাধীনতার উৎসব সম্পর্কে?

মলিনা। (কেশবের প্রতি) রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া কববার জন্য কি আমরা এদ্দূর এসেছি গাঙ-খাল ঠেলে?

কেশব। (সহসা যেন সম্বিৎ গেলেন) না—না, স্ফূর্তি করতে, গান-বাজনা শুনতে, মজা দেখতে। চলো, তাই চলো—

দ্বিতীয় দৃশ্য — শহীদ-মণ্ডপের ভিতরে

স্বদেশি গানের জলসা বসেছে। কেশব মলিনা ও অনিরুদ্ধ এক সময়ে এলেন এই আসরে। কিছুক্ষণ গান শুনে তাঁরা অন্যত্র চললেন।

তৃতীয় দৃশ্য

শহীদ-বেদির সামনে

দরমার লম্বা বেড়া। উপরে হাত তিনেক চওড়া গোলপাতার ছাউনি। বেড়ার গায়ে অগণন ছবি। জাহাঙ্গির বাদশার দরবারে স্যার টমাস রো এলেন—সেই ঘটনা থেকে অধুনাতন নৌ-বিদ্রোহ অবধি। ইংরেজের ভারত-গ্রাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস ছবির মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে। সব ছবি অবশ্য আমাদের নজরে আসছে না।···নানা বয়স ও নানা পোশাকের মেয়েপুরুষ ঘুরে ঘুরে দেখছে।

সামনে শহীদ বেদি। মাটি তুলে খানিকটা জায়গা উঁচু করা হয়েছে, তারই কেন্দ্রস্থলে বড় একখানা ছবি—কমুদনাথ প্রভৃতি পুলিশের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, তারই কাল্পনিক দৃশ্য। ছবির চারিদিক ফুল লতা পাতা দিয়ে সাজানো। ঘৃতের দীপ জ্বলছে।

বেদির সামনে প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে পতাকা দণ্ড। এখন পতাকা অবনমিত। মন্ত্রী এসে দড়ি ধরে টান দেবেন পতাকা তখন দণ্ডশীর্ষে মুক্ত আকাশে উড়বে।

অনিরুদ্ধ। দেখ—দেখ দিদি, কি চমৎকার সাজিয়েছে বেদির উপরটা!

মলিনা। ছবির নিচে কি লেখা আছে, পড়্ তো ভাই-—

অনিরুদ্ধ। (পড়ল) সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে এই পনেরই আগস্ট তারিখে বিপ্লবী কুমুদনাথ রায়, আবদুল আজিজ, নিশানাথ মিত্র ও বিপিন-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইস্থানে বিদেশি সরকারের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে আত্মদান করেন।

মলিনা বেদির প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তদ্গতভাবে তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে।

মলিনা। গুলি করছেন। বাপরে বাপ, নলের মুখ দিয়ে কি রকম আগুন বেরুচ্ছে!

যজ্ঞেশ্বর ও শিশির এল। বেদির প্রান্তে উঠে দাঁড়িয়ে যজ্ঞেশ্বর বলেন—

যজ্ঞেশ্বর। এমন বিশৃঙ্খল ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন না—আপনারা তীর্থভূমিতে এসেছেন, সকলের তেমনি শ্রদ্ধানত মনোভাব থাকা উচিত। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের মোটর-লঞ্চ এসে পৌঁচেছে। আরও দু-জায়গায় পতাকা তুলে আসছেন, সেজন্য তাঁর এখানে আসতে একটু দেরি হচ্ছে।···এই যে বেদি দেখতে পাচ্ছেন— শহীদের আত্মদানে মহিমময় এই ভূমি। অনেকে হয়তো সেই পুরাণো ইতিহাস জানেন না। বল না হে শিশির, কাহিনীটা ততক্ষণ এঁদের শুনিয়ে দাও—

যজ্ঞেশ্বর বেদি থেকে নেমে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল। শিশির উঠে সে যেমন শুনেছে, তেমনি ভাবে কাহিনী বলতে লাগল—

শিশির। জনহীন দূরবিস্তৃত চর ছিল এখানটায়। আজকের দিনে কল্পনাও করতে পারবেন না সে সময়কার অবস্থা। এই যে কয়টি ছবি পাশাপাশি —পুলিশ কুকুর-শিয়ালের মতো এঁদের তাড়া করেছিল। শেষকালে এই জায়গায় উলুবনের মধ্যে এঁরা আশ্রয় নিলেন। তখন নদী ছিল অনেক বড়, শহর ছিল মাইল দুয়েক দূরে, পুরাণো-কসবা বলে এখন যেটাকে। সশস্ত্র দলবল নিয়ে চারিদিক দিয়ে পুলিশ এঁদের আটকে ফেলল। দলের নেতা কুমুদনাথ তখন আদেশ দিলেন—

শিশিরের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে কেশব বললেন—

কেশব। কুমুদনাথ ওর ভিতর কোনটি মশায় ?

শিশির। সকলের আগে ঐ যিনি। দলের নেতা—বুঝতে পারছেন না ? পিস্তল ছুড়ছেন—

কেশব। নেতার চেহারাই বটে! মাথায় এলবার্ট-টেড়ি, ঢোলা-পাঞ্জাবি গায়ে, ফিনফিনে কোঁচা উড়ছে, পায়ে পাম্প-শু। কার্তিক ঠাকুরটি যেন ময়ূর ছেড়ে পিস্তল হাতে নেমে এসেছেন। বেড়ে ছবি!

শিশির। শিল্পীর আন্দাজে আঁকা ছবি—একটু হেরফের হতে

পাবে। লড়াইয়ের সময়টা ফোটো তুলে রাখে নি তো কেউ। কোন ছবি পাওয়া গেল না ওঁদের।

কেশব। জানত না তো, তোমরা একদিন আমোদ-স্ফূর্তি করবে তাদের সেই লড়াই নিয়ে। বোকা, বোকার দল! নিজেদের অন্তত এক একটা ফোটো তুলে নাম সই করে রেখে যাওয়া উচিত ছিল।

মলিনা। (তাড়া দিয়ে উঠলেন) লজ্জা করে না এঁদের সম্বন্ধে এই সমস্ত বলতে? মানুষ, না -কি তুমি?

শিশির আবার আরম্ভ করল

শিশির। বাংলার এক অখ্যাত প্রান্তে পদপিষ্ট কোটি কোটির মুক্তি-সাধনায় নিঃশব্দে এঁরা আত্মদান করে গেছেন। বিদেশির রুদ্র শাসনে সেদিন আমরা নিশ্বাসটা অবধি ফেলতে সাহস করি নি। অধীনতা-অপমানের অবসান আজকের দিন থেকে। দেশ আমাদের, দেশের পরিগঠনের সমস্ত ভার আমাদের উপর। স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করবার সময় এঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করব আমরা। পতাকা-উত্তোলনের পর মাননীয় মন্ত্রীমশায় সর্বাগ্রে শহীদদের মাল্যদান করবেন। তারপর অন্য সকলে।

মলিনা। আর মালা দেখ। মালা কোথায় পাওয়া যায়, দেখ্ তো অনি—

অনিরুদ্ধ। (অনিলকে) মালা পাওয়া যাবে কাছাকাছি কোথাও?

অনিল। ঢের ঢের—কত চাই? গেট-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যান। থানা ছাড়িয়ে ডানদিকে একটু এগিয়ে দেখতে পাবেন। লোকে দেদার কিনছে।

কেশব। আচ্ছা ভাই, গান্ধিটুপি-মাথায় পাকাচুল ঐ যে লোকটি গোড়ায় এসে তীর্থভূমি-টুমি বলে গেলেন, কে উনি?

অনিল। ওঁকে চেনেন না ? বিখ্যাত মানুষ। রায়সাহেব—

শিশির বেদি থেকে নেমে এসেছে ইতিমধ্যে। সে প্রতিবাদ করে বলল—

শিশির। রায়সাহেব নন, উপাধি ত্যাগ করেছেন। এখন শুধু যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী—

কেশব। চিনেছিলাম ঠিকই। কিন্তু কথাবার্তা শুনে সন্দেহ হল, যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে ওসব বেরোয় কি করে ? সত্যি ভাই, অবাক হয়ে যাচ্ছি, থানার অষ্টাঙ্গে জাতীয় পতাকা—তারও চেয়ে বেশি আশ্চর্য, যজ্ঞেশ্বরের ঐ স্বদেশি বক্তৃতা—

মলিনা। টাকা দাও, অনি মালা নিয়ে আসুক।

কেশব। রাহা-খরচ থাকবে না কিন্তু। মণ্ডপে ঢুকবার টিকিট করতে হয়েছে তিন জনের দেড়টাকা, তার উপর মালা চারগাছি নিদেন পক্ষে দু-আনা তো বটে !

মলিনা। চারগাছিতে কি হবে ? ঐ ওঁদের ওঁদের সব দিতে হবে না ? কেউ ওঁরা কম নন।

কেশব। (গভীর কণ্ঠে) ঠিক বলেছ—কেউ ওরা কম নয়। এক একজন জাতির নতুন ইতিহাস গড়ে গেছে। আজকে ছবি—অচল নিষ্প্রাণ ছবি। ঘাড় নাড়বার শক্তি যে নেই—তা হলে দেখতে পেতে ভণ্ডদের হাত থেকে মালা নিতে ওরা অস্বীকার করত।

অনিরুদ্ধ। দেখ দিদি, দত্ত মশায়ের চালাকি। এই সমস্ত বলে মালার পয়সা বাঁচাবার ফিকির।

মলিনা। আচ্ছা, তুমি কি ! এত সমস্ত শুনবার পরেও শ্রদ্ধা-ভালবাসা হল না ? টাকা নিয়ে চলে যা তুই অনি।

কেশব। উঁহু···আমি যাচ্ছি। ভাইবোন তোমাদের বিষম শ্রদ্ধা—ঝাঁকা-ভরতি হয়তো বেলফুলের গোড়ে মুটের মাথায় দিয়ে হাজির করবে। দায় ঠেকতে হবে না তো ! আমি দেখে আসি, গাদা-দোপাটির

মালা পাইকারি হারে যদি ব্যবস্থা করা যায়। মালাওয়ালা বেটাদেরও মরশুম পড়ে গেছে, বুঝতে পারছি। সবাই দু-পয়সা পিটছে—আমিই কেবল চল্লিশখানি করকরে টাকা গচ্চা দিয়ে গেলাম।

কেশব দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য — সেই রাস্তা

এক বৃদ্ধা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। সাঁইত্রিশ বৎসর আগে এঁকে আমরা দেখেছি—উমা। এখন পলিতকেশ ক্ষীণদৃষ্টি। উমা তাঁর ভাই মুরারির সঙ্গে কথা বলছেন।

উমা। খবর নিয়েছিস ভাই? পথের ধারে এমনি ভাবে দেবে তো দেখা করতে? মন্ত্রীমশায় চটে যাবেন না?

মুরারি। দেশি মন্ত্রী—নিজেই একসময় কত নির্যাতন ভোগ করেছেন! তিনি লোক ভাল। চটে যাবে সাঙ্গোপাঙ্গরা—ওঁকে ভাঙিয়ে যারা দু-পয়সা করে খাচ্ছে।

উমা। তাই তো!

মুরারি। কিন্তু পথ আটকে এই রকম দু-এক কথা বলা ছাড়া উপায়ই বা কি? অফিসারদের খপ্পরে গিয়ে পড়লে তখন সেই সাবেক আমলের লাল-ফিতের বজ্র-আঁটুনি। সে বন্ধন ভেদ করবার মতো সই-সুপারিশ কিম্বা টাকার জোর আমাদের নেই।

উমা। রোদ চড়ে উঠেছে, দাঁড়ানো যাচ্ছে না। আর কত দেরি আসবার?

মুরারি। দেরি হবেই। একটা-দুটো তো নয়—সমস্ত পথে পতাকা তুলে তুলে আসতে হচ্ছে। লক্ষ্মীপূজোর দিনে পুরুত যেমন ফুল ফেলে বেড়ায়, তেমনি আর কি!…ঐ যে অত শঙ্খ বাজছে, উলু দিচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না?

উমা। আমার একবার কি মনে হল, জানিস? আজকে যেন ছেলে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে বাড়ি বাড়ি—সোনার পাটার মতো পরমন্ত সব ছেলে—

মুরারি। কি যে বল! একই দিনে এতটুকু এই শহরে একসঙ্গে জন্মাল দেড়শ দু-শ ছেলে?

উমা। হাসছিস? কিন্তু দেড়শ কিম্বা দু-শ বেশি হল নাকি রে? তারাও অনেক ছিল। বলে গিয়েছিল, আবার ফিরে আসবে মায়ের কোলে—দেশ স্বাধীন হলে সেই সময়।

মুরারি। কারা দিদি?

উমা। ফুলের মালার মতো হাসিমুখে যারা ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিল, পটাশিয়াম-সাইনাইড খেয়ে কিম্বা নিজের পিস্তলের নল গলায় ঢুকিয়ে গুলি করে যারা কলা দেখিয়েছিল শঠ ইংরেজের আইন-আদালতকে—

মুরারি। ঠিক বলেছ, জন্ম নিয়েছেন তারা। লাখ লাখ হয়ে জন্মেছেন। দেশের প্রাণ এত মমতা এই যে দেখতে পাও ঘরে ঘরে গণমানুষের মধ্যে—যাদের ভয়ে পৃথিবীর সেরা কৌশলি ইংরেজ-শক্তি জাহাজ ভাসিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হল, এ তো তাঁরাই। আগেই এসে গেছেন দিদি, থাকতে পারেন নি। পরাধীন দেশে আবার জন্ম নিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলেন।

কেশব ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন এই দিক দিয়ে। মুরারিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কেশব। মালা বিক্রি হচ্ছে কোন্ দিকে?

মুরারি। ডাইনে মোড় ঘুরুন। রাস্তার ধারে অঢেল ফুল কাঁড়ি করে মালা গাঁথছে, দেখতে পাবেন।

কেশব চলে গেলেন।

উমা। কে রে? মুরারি, কে উনি? জানিস? নাম কি ওঁর?

মুরারি। ঐ যিনি আসছেন? আব্বাস আলি মিঞা—সব চেয়ে বড় ক্লথ-মারচ্যাণ্ট এখানকার। পাকিস্তানে বাড়ি, কিন্তু এখানেই রয়ে গেলেন। সেই যে বীর আজিজ—গলাকাটার চরের লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন (মুরারি দু-হাত তুলে উদ্দেশে নমস্কার করল)—তাঁর বোনের ছেলে, খাঁ সাহেব আবদুল জব্বারের অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক।… তুমি দেখেছ দিদি, এঁর ছেলে বয়সে। আলি সাহেব যে! রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শহীদ-মণ্ডপে ঢুকলেন না?

আব্বাস আলি এলেন—সেই যাকে আমরা জব্বারের দোকানে দেখেছিলাম। তখন ছেলেমানুষ ছিলেন।

উমা। ওর কথা বলছি না মুরারি। ঐ যে একটু আগে কে-একজন মালার খোঁজ করলেন. গলাটা যেন বড্ড চেনা। কথা বলবার সেই ঢং। চিনিস ওঁকে?

মুরারি। না দিদি। আজকের দিনে একা এ রকম ভাবে বেড়াচ্ছেন কেন আলি সাহেব?

আব্বাস। ইদানীং মনে হত ভাই, ইংরেজ-শাসনে দিব্যি শান্তিতে ছিলাম—নিকুচি করেছে স্বাধীনতার। আজ প্রথম ঢেউয়ে তাজ্জব হয়ে গেছি। জাত-বেজাত হিন্দু-মুসলমান ঝগড়াঝাটি ভুলে সবাই গলাগলি হয়ে আমোদে ভাসছে। এই ভাব এখন টিকলে হয়। সাগর-পারের আপদ বিদায় হয়ে গেছে, না টিকবারও কারণ নেই অবিশ্যি। এত ধকল কাটিয়ে—আর শেষ মহড়ায় দাঙ্গার ছোরাছুরি বাঁচিয়ে ভাগ্যিস বেঁচে আছি এই দিনটা চোখে দেখবার জন্য!

মুরারি। ভিতরে যান। চেয়ার আছে আপনাদের জন্য। মন্ত্রী-মশায় আসবেন এইবার। আপনারা বিশিষ্ট ব্যক্তি ঘুরে ঘুরে বেড়ালে সভা জমবে কেন?

আব্বাস। হাসির কথাও বটে! ঘুরে বেড়াচ্ছি, একজন পুরানো খাতক আছেন—যদি তিনি দেখা দেন আজকের দিনে। কথা দিয়ে গিয়েছিলেন। নানার দোকানের টাকা, আর নানীর হার-চুড়ি ··সোনার এই চড়া দাম—তার উপর সাঁইত্রিশ বছরের সুদ, তস্য সুদ···একুনে কত দাঁড়িয়েছে হিসেব করে দেখুন—

মুরারি। কে বলুন তো খাতকটি?

আব্বাস। চিনি নে। পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য দেখা। আর চিনবার বয়সও নয—ন-দশ বছরের আমি তো তখন! ··বলে গিয়েছিলেন, খাতায় জমা থাকবে আমাদের নামে—দেশ স্বাধীন হলে সুদ সমেত শোধ দিয়ে যাবেন।·তা পীর-পয়গম্বরের মতোই তো তাঁরা—মিছে কথা বলবেন কেন? এই ভিড়ের মধ্যে আসতেও পারেন সেই মানুষটি--

আব্বাস হাসতে হাসতে মণ্ডপের দিকে চললেন।

উমা। সেই মানুষটি—মালার খোঁজে চলে গেলেন—কেমন দেখতে বল্ দিকি ভাই? ফর্শা—কোকড়ানো চুল?

মুরারি। না দিদি। তামাটে রং, হাড়-বের-করা চেহারা, সমস্ত মুখে বিশ্রী বসন্তের দাগ।··ঐ যে, ঐ যে—মালা নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন আবার তিনি।

উমা। ডাক দে। এদিকে আসতে বল্। অত দূরে একেবারে ঝাপসা। কাছে এলে চেষ্টাচরিত্র করে যদি একটু দেখতে পাই!··· দেখতে না-ও যদি পাই, কথা বলব দু-একটা—

মুরারি। শুনছেন মশায়, আমার দিদি ডাকছেন একবার আপনাকে।

কেশব কাছে এলেন।

কেশব। আমায় ডাকছ?

উমা। কিছু মনে করবেন না। আপনার গলা বড্ড চেনা লাগছে ·· অনেক কাল আগেকার আর-একজনের গলার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমার চোখ খারাপ কিনা—

কেশব স্থিরদৃষ্টিতে উমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কেশব। আমার নাম কেশবলাল দত্ত—

উমা। তাই হবে। ··চোখের সামনে সমস্ত ঝাপসা, কানে শুনে চিনতে হয়। তা এক রকমের গলা কত জনেরই থাকতে পারে!

কেশব। কার কথা বলছেন? আপনার কোন আত্মীয় বুঝি?

উমা। না, কেউ নয়। অনাত্মীয়—একেবারে পর। তাঁরা তো মানুষ নন, পাষাণ—পাষাণ-দেবতা। কোন বন্ধনে বাঁধা যায় না তাঁদের। যাক গে।

উমা হেসে উঠলেন।

উমা। বড় ভাগ্যি যে চোখ নেই। চেহারা দেখতে পাচ্ছি নে—যত বারই আপনার সঙ্গে কথা বলছি—মনে হচ্ছে, সেই সেকালের একজন বেঁচে উঠে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন। বড় মজার ব্যাপার—না? ··কুমুদনাথ-ওঁদের মালা দিতে যাচ্ছেন? যান—

কেশব। আপনি যাবেন না?

উমা। না, উৎসবে আসি নি আমি। এ উৎসব আমাদের নয়। নদীর ঐ ওপারে আমাদের বাড়ি, আমরা ভিন্ন-রাজ্যের মানুষ।·· মন্ত্রী আসবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার ভাই এই মুরারি—স্বদেশি কাজকর্ম করে, মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে জানাশোনা আছে—তাঁর কাছে সুপারিশ করে দেবে, তাই দাঁড়িয়ে আছি একে নিয়ে।

কেশব। মন্ত্রীকে কি দরকার?

মুরারি। রাজনীতির পাশাখেলায় উদ্বাস্তু আমরা—ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে শহরের পথে দাঁড়িয়েছি।

উমা। এ-পারের দিকে নতুন ঘরবাড়ির কোন একটা ব্যবস্থা যদি করে দেন মন্ত্রীমশায়—

কেশব। কেন, পুরানো ঘর কি হল?

উমা। কুমুদনাথের ছবি টাঙিয়ে এরা ধূপধুনো দিচ্ছে—আমি তাঁরই গ্রামের মানুষ, ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা প্রাণ দিয়ে গেছেন, কিন্তু কুমুদনাথের সে-গ্রাম আজকে আর ভারতবর্ষে নয়। বেঁচে থাকলে কুমুদনাথ ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে পারতেন না। দুষ্টক্ষতের মতো ভারতের অঙ্গ থেকে কেটে আমাদের বাদ দিয়েছে।

অনিল এল সেখানে।

অনিল। দিলই বা! আপনাদের গ্রামও স্বাধীনতা পেয়েছে। ইংরেজের রাজত্ব ঘুচে গেছে ওপারের অঞ্চল থেকেও। ভিন্ন রাষ্ট্র হোক, পৃথক নাম হোক—কি আসে যায় তাতে?

উমা। দেশের মুক্তির জন্য আজিজ-কুমুদনাথেরা পাশাপাশি প্রাণ দিয়ে গেলেন—কিন্তু মুক্ত দেশ গড়ে তোলবার কাজে আজিজ-কুমুদনাথের ভাইরা মিলতে পারল না, এপারে-ওপারে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। এ কি কম দুঃখের ব্যাপার? দু-অংশের কারো এতে কল্যাণ নেই।

মুরারি। জাতি সংস্কৃতি হারাবে, ব্যাপার-বাণিজ্য রসাতলে যাবে, জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠবে দু-অংশের বাঙালির—

অনিল। এপারের ভিড় বাড়িয়ে নতুন ঘর বাঁধাই কি তার প্রতিকার?

মুরারি। তোমার বাড়ি নিশ্চয় এপারে।·· বলতে হবে না, কথার ঢঙে বুঝতে পেরেছি।

অনিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওপারের লোক কি ঘর তুলে বসত ওঠাচ্ছে আপনাদের?

মুরারি। না। বরঞ্চ যত্ন করছে থাকবার জন্য। পরম যত্ন করছে। তবু চলে আসতে হচ্ছে। আসতে হবে, উপায় নেই। রাষ্ট্র আলাদা হল, রাষ্ট্রনীতি আলাদা বলেই তো! এত হাঙ্গামা নইলে নিরর্থক। একটা ধর্মীয় রাষ্ট্র, আর একটা ধর্ম-নিরপেক্ষ। বাংলাদেশ শুধু খণ্ডিত হল না, রাষ্ট্রস্বার্থে বাংলা-সংস্কৃতিরও খণ্ডন-চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। তাই, যারা যে ভাবের ভাবুক, যে জীবন-রীতিতে অভ্যস্ত—মনোমত পরিবেশে তারা ঘর সরিয়ে নিয়ে যাবেই। স্বাধীনতা-যুদ্ধে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে—এই ঘর-ভাঙাভাঙি স্বাধীনতার চূড়ান্ত মূল্য।…মন্ত্রীমশায়কে পাশ কাটিয়ে পালাতে দেব না, পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছি দিদির হাত ধরে।

কেশব শুনছিলেন। অনিরুদ্ধ এল এই সময়। কেশব ক্রুদ্ধস্বরে তাকে বললেন—

কেশব। খোঁজ করতে পাঠিয়েছে তোমার দিদি? বলগে, আমি পালাই নি।…আর বলগে, মালা দেবার দিন আসে নি এখনো। অনেক —অনেক বাকি।

কেশব হাতের মালা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। বলতে লাগলেন—

কেশব। অনিরুদ্ধ, তুমি বরাবর বলেছ ভাঙা-বাংলা জোড়া লেগেছে। মিথ্যে সমস্ত? জঙ্গল-রাজ্যে চাষবাস নিয়ে চুপচাপ ছিলাম, বাইরের খবরাখবর জানতাম না। তোমরা শহরে-বাজারে ঘোরাফেরা কর, খবরের কাগজ পড়, সবজান্তা বলে জাঁক করে বেড়াও। জেনে-শুনে বাজে ভাঁওতা দিয়ে এসেছ তা হলে আমাকে?

অনিরুদ্ধ। বাজে ভাঁওতা?

কেশব। হ্যাঁ—তাই। সাঁইত্রিশ বছর আগে আজিজ-নিশানাথ-বিপিন রক্ত দিয়ে এই মাটি রাঙা করেছিল। সে দিন যা ছিল, আজকেও

তাই। অবিকল সেই অবস্থা। ভাঙা-বাংলা আর্তনাদ করছে। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে বলতে···কোথায় ?

কেশবের চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। অনিরুদ্ধ ভয় পেয়ে তাঁর হাত ধরল।

অনিরুদ্ধ। চলুন দত্ত মশায়। দিদি একা রয়েছেন, ব্যস্ত হচ্ছেন।

কেশব হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

কেশব। না, আমি থাকব এখানে। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। নিশানাথ-আজিজ-কুমুদ ভিন্নদেশের লোক—স্বাধীন ভারতভূমির তারা কেউ হল না, আর ভুঁইফোড় যত সুখের পায়রার দল চুটিয়ে রাজ্য করবে—এত বড় অবিচার চলতে পারবে না। এই কথাটা সোজাসুজি বুঝিয়ে দিতে চাই উপরওয়ালাদের।

কেশব উমার পাশে গিযে দাঁড়ালেন। এমনি সময় সোরগোল উঠল, মন্ত্রী আসছেন। ভলাণ্টিয়াররা জনতা-নিয়ন্ত্রণ করছে।

শিশির। তফাৎ যাও। ভিড় কোরো না—

কেশব। কথা আছে তোমাদের মন্ত্রীর সঙ্গে।

কেশবের কথায় যজ্ঞেশ্বর সরোষ ভঙ্গিতে ছাড় উঁচিয়ে এগিয়ে এল।

যজ্ঞেশ্বর। ওঃ—লাট সাহেব দাঁড়িয়ে হুকুম ঝাড়ছেন, কথা আছে মন্ত্রীর সঙ্গে! মন্ত্রী তোমার হুকুমের তাঁবেদার, তোমার ভিটেবাড়ির প্রজা! কথা থাকে তো যেও কলকাতায় ওঁর অফিসে।··· এখানে কালকের দিনটাও থাকবেন আমার বাড়ি। বরঞ্চ সেখানে গিয়ে এত্তেলা দিও।

কেশব। এই যে রায়সাহেব যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী—নতুন যজ্ঞেও এর মধ্যে জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। ভাগ্যবান ব্যক্তি।

যজ্ঞেশ্বর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কেশবের দিকে তাকাল। শিশিরকে চুপিচুপি বলে—

যজ্ঞেশ্বর। কে হে বুড়োটা ? চেনো নাকি ?

শিশির। না।···পাগল-টাগল হবে, নইলে এমন ইতর কথাবার্তা মুখ দিয়ে বের করতে সাহস করে ?

যজ্ঞেশ্বর। যাক গে। আনন্দের দিনে হাঙ্গামায় কাজ নেই। কেউ কিছু বোলো না ওকে—বুঝিয়ে-সুজিয়ে গেটের মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।···ভিতরে সব ঠিক আছে তো হে ? গানের মেয়েরা এসে গেছে ?

যজ্ঞেশ্বর মণ্ডপের দিকে চলল। কেশবের চোখের আড়াল হওয়ার জন্যই বুঝি এত ব্যস্ততা।

শিশির। আপনারা সব ওদিকে যান। পথ খালি করে দিন দয়া করে। অনুষ্ঠান চুকে যাক—আমি ব্যবস্থা করে দেব মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে কথা বলবার—

কেশব। জানি, জানি। কাজ চুকিয়ে যজ্ঞেশ্বরের দোতলায় নিয়ে তুলবে। চেলা-চামুণ্ডা তোমরা কড়া পাহারায় ঘিরে রাখবে।···সে হচ্ছে না—পথ ছেড়ে নড়ছি নে। কিছুতে না।

সুশীল আসছেন—কুমুদনাথের দলের সেই সুশীল গলাকাটার চরে যিনি ধরা পড়েছিলেন। সুশীলের আগে পিছে কয়েকজন পুলিশ-অফিসার ও কনেস্টবল।

কেশব দ্রুত চললেন সেদিকে। ভলণ্টিয়াররা হাঁ হাঁ করে ওঠল, বাধা দিতে যায়। বাধা না মেনে কেশব সুশীলের সামনে গেলেন।

কেশব। সুশীল ? তোমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে সুশীল ? আবার কি কাণ্ড করে বসলে আজকের এই দিনে ?

সুশীল কেশবের দিকে তাকালেন। তারপর হাত জড়িয়ে ধরলেন কেশবের।

সুশীল। কে ? কে আপনি ?···কুমুদ-দা ? বেঁচে আছ তুমি দাদা ?

কেশব ওষ্ঠে হাত দিয়ে সোরগোল করতে নিষেধ করলেন। চাপা গলায় বললেন—

কেশব। চুপ! বেঁচে থেকেও মরে রয়েছি। তিলে তিলে আত্মনাশ করেছি। বাদাবনের মধ্যে অসাড় শব হয়ে সাঁইত্রিশ বছর কাটাচ্ছি। জীবন্ত জগৎ, মানুষের সমাজ—কোন-কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

অতএব কেশবকে কুমুদ নামেই উল্লেখ করা যাক।

সুশীল। আর লুকিয়ে থাকতে হবে না কুমুদ-দা—

কুমুদ। খবর রাখ না, কতগুলো চার্জ আমার নামে। বার কুড়িক ফাঁসি দিয়েও শাস্তি বোধহয় শোধ হবে না।

সুশীল। কোন চার্জ নেই তোমাদের কারো নামে। পাশা উলটে গেছে। তোমার অধমাধম শিষ্য—সে আজ রাইটার্স বিল্ডিং-এর চূড়ায় পাখার নিচে অফিস-চেয়ারে বসে চুটিয়ে মন্ত্রিত্ব করছে। যে রাইটার্স বিল্ডিং-এ একদা রিভলবার নিয়ে আমাদেরই ক-জন লড়াই করতে উঠেছিল।

কুমুদনাথ অবাক হলেন।

কুমুদ। বটে! মন্ত্রী তবে তুমিই? কারা করল মন্ত্রী তোমায়? কোন বুদ্ধিতে করল? আজিজকে নিশানাথকে আমাকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দিল ভিন্ন-রাজ্যের মানুষ বলে, আর তোমায় নিয়ে তুলল গদিতে?

কুমুদনাথ উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন।

কুমুদ। যজ্ঞেশ্বরের দলবল তোমায় ঘিরে চলেছে—পুরাণো দিনের মতো আমি ভেবেছিলাম, গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে।…এরা সব এখন তাঁবেদার তোমার, আজ্ঞে-আজ্ঞে করে সঙ্গে যাচ্ছে?

সুশীল। চিরকাল জেলে জেলে কাটল, তাই জেল-বিভাগের মন্ত্রী করেছে। আমিও তেমনি, খুলে দিলাম জেলের সমস্ত দরজা। বিশ বছরের ভাই-বেরাদার আমার—বেরিয়ে এসে স্ফূর্তি করছে তারাও।

কুমুদ। তুমি মাননীয় মন্ত্রী—সেনাপতির পদটা দেয় না আমায়? মনের সাধে আর একবার লড়াই করে বুঝি! সর্বশেষ লড়াই।··· নির্মল ফুলের মতো কত ছেলে-মেয়ে ডালি দিলাম এতকাল ধরে—আমাদের অনেক গেছে, অনেক গেছে—লাভ কি হল তার বদলে?

সুশীল। তৃতীয় পক্ষ বিদায় হয়েছে—সেই তো মস্ত লাভ!···আনন্দ-দিনে এমন বিচলিত হয়ে পড়ছ কেন দাদা?

কুমুদ। বুড়ো হয়েছি সুশীল, দেহ অশক্ত। আগে দৃষ্টিতে আগুন বেরুত, আজকে চোখ ফেটে জল আসছে। এত দীর্ঘ সংগ্রামের পরেও পথ তেমনি দূরপ্রসারী, শান্তির ছায়াচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি নে।

সুশীল। চোখ মেলে তাকাও দাদা, ভরসা পাবে। মানুষ জেগেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সকলের বোঝা বয়ে মুখ থুবড়ে মরবে—ফুরিয়ে গেছে সেই একক সংগ্রামের দিন।

ক্রমশ ভিড় জমেছিল। তাদের উদ্দেশ্যে সুশীল বলল—

সুশীল। ইনি কুমুদনাথ, গলাকাটার চরের বীরনেতা—শহীদ-বেদিতে যাঁর ছবি-স্থাপনা হয়েছে। মারা যান নি—আমাদের ভাগ্যে আবির্ভূত হয়েছেন সাঁইত্রিশ বছর পরে আজকে স্বাধীনতার পুণ্যদিনে—

উমা কাছে এসেছেন। আকুল কণ্ঠে বললেন—

উমা। কুমুদ-দা? কেশব নও—কুমুদ-দা তুমি? গলা শুনে আমি ঠিক চিনেছি। চোখ নেই বলে আমায় ফাঁকি দিচ্ছিলে। তাই কি পার? সারাজীবন—এই সাঁইত্রিশটা বছর কানের কাছে তোমার কণ্ঠ গুঞ্জন করেছে যে!· কেমন আছ কুমুদ-দা? আজকের দিনে একটা মুহূর্ত দৃষ্টি যদি ফিরে পেতাম! ঈশ্বর, জীবনে কোন-কিছু দিলে না—এতকাল পরে আজকে কুমুদ-দাকে একটিবার দেখবার শক্তি দাও—

কুমুদ। দুর্ভাগ্য, দৃষ্টি রয়েছে আমার! সেদিনের উমার এই দশা

চোখে দেখতে হল !···উমা, এই নতুন মানুষদের রাজ্যে আমরা সেকেলে অতি-পুরানো দুটি কঙ্কাল—মৃত্যুর পর পরলোকে দৈবাৎ বুঝি আবার দেখা হয়ে গেল। দুস্তর রক্তপিচ্ছিল পথ সামনে ঐ দিগন্ত অবধি—

ইতিমধ্যে প্রচার হয়েছে কুমুদনাথের আবির্ভাবের কথা। শিশির, ভোলা প্রভৃতি এল।

ভোলা। কই, কোথায় ?

মুরারি। এই যে—ইনি। ছেলেবয়সে পিস্তল-পিস্তল খেলাতেন আমায়, কত ভালবাসতেন !···চিনতে পারছ কুমুদ-দা ?

ওরা যেন কতকটা হতাশ হয়েছে।

শিশির। ইনি ? ইনি কুমুদনাথ ?

সুশীল। হাঁ, ইনি। কুশাগ্রবুদ্ধি সর্বত্যাগী বিপুলবীর্য বিপ্লবনেতা কুমুদনাথ—

পঞ্চম দৃশ্য **শহীদ-বেদির সামনে**

মলিনাও শুনেছেন কুমুদনাথের কথা। ইলাকে (একটি ভলণ্টিয়ার-মেয়ে) তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—

মলিনা। সত্যি ? এ কি সত্যি ?

ইলা। এখনই দেখতে পাবেন। মন্ত্রীমশায় সঙ্গে নিয়ে আসছেন। বিষম ভিড়—ভিড় সরিয়ে আসতে দেরি হচ্ছে। মালা দিয়ে দিয়ে এমন অবস্থা করেছে যে মুখ-চোখ ঢেকে যাবার জোগাড়। তিনি মালা নিতে রাজি নন—কিন্তু আপত্তি কে শোনে

মলিনা। সার্থক আমাদের এদ্দূর আসা ! ছবিতে নয়—মানুষটির গলায় মালা পরাব। ·কিন্তু মালা কিনতে গিয়ে ওঁর যে পাত্তা নেই !

অনিরুদ্ধকে দেখে মলিনা এগিয়ে গেলেন।

মলিনা। দেখা পেলি? ভেগে পড়েছেন—উঁ? ভুল হল আমাদের, ঐ হাড়কিপ্পণ মানুষকে মালা কিনতে পাঠানো—

অনি। আসছেন তিনি দিদি, ঐ দেখ—মালার বোঝা নিয়ে আসছেন।

মালায় প্রায় আবৃত-মুখ কুমুদনাথকে নিয়ে সুশীল এলেন। সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর ইত্যাদি। কুমুদনাথের কেমন বিভ্রান্ত ভাব। সুশীল বেদির প্রান্তে উঠে জনতার উদ্দেশে বলছেন—

সুশীল। দেশকে বন্ধন-বিমুক্ত করবার জন্য সর্বস্ব পণ করে যাঁরা বেরিয়েছিলেন—তাঁদেরই একজন দুর্ধর্ষ সংগ্রামী আমাদের নেতা বীর-বিপ্লবী কুমুদনাথ অভাবিতরূপে এখানে উপস্থিত। স্বাধীনতার উৎসব পরিপূর্ণ হল। আমি নই—তিনিই এই অনুষ্ঠানে এখন জাতীয়-পতাকা তুলবেন।

যজ্ঞেশ্বর। সকলের পক্ষ থেকে আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। (সুশীলের প্রতি) গোড়া থেকেই আমার চেনা-চেনা লাগছিল। কিন্তু কি করে বিশ্বাস করব, আমাদের ভাগ্যবশে দুরন্ত জোয়ারের স্রোত কাটিয়ে উনি পারে পৌঁচেছিলেন।

কুমুদ। চেষ্টার তুমি কসুর কর নি যজ্ঞেশ্বর, তা সত্ত্বেও পৌঁছে গিয়েছিলাম ওপারে।

সুশীল। সে কথা ঠিক। যজ্ঞেশ্বর বাবুর কাজে ফাঁক নেই। আমাকেও এমন লাথি ঝেড়েছিলেন, নেহাৎ মুগুর-ভাঁজা শরীর আর পিতৃপুরুষের পুণ্য ছিল বলে বেচে রয়েছি। সেই থেকে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় কোমর টনটন করে, নড়াচড়া করতে পারি নে, শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়।

যজ্ঞেশ্বর। পুরাণো কথা তুলে লজ্জা দেন কেন স্যার? ভৃগুও তো ভগবানকে লাথি মেরেছিলেন—

মুরারি। ভক্তলোক আপনি—

যজ্ঞেশ্বর। ঠাট্টা? তত্ত্বকথার কি জান হে তুমি? বৈরী ভাবেও ভজনা হয়ে থাকে। রাবণই বড় ভক্ত ছিল নারায়ণের।

সুশীল। তাই হবে।···আসুন, পতাকা তুলবেন এবার কুমুদ-দা—

কুমুদ। পারব না—

সুশীল। কেন?

কুমুদ গায়ে-জড়ানো চাদর সরিয়ে দিলেন। সকলে স্তম্ভিত। কুমুদের ডানহাত কাটা।

কুমুদ। বোমা তৈরি করতে গিয়ে বা-হাত পুড়েছিল, সে তোমরা জান। তার পরে ডানহাতখানাও ছেঁটে ফেলতে হয়েছে।

সুশীল। সর্বনাশ! কি করে হল কুমুদ-দা।

কুমুদ। কি করে হল··বল না হে যজ্ঞেশ্বর? জেলের মধ্যে তাক ফসকে তোমার গুলি হাতে লেগেছিল। মাথায় লাগলে রায়সাহেব নয়—রায়বাহাদুর হয়ে যেতে সঙ্গে সঙ্গে।

শিশির। রায়সাহেব আর নন। উপাধি ত্যাগ করেছেন।

যজ্ঞেশ্বর। উপাধির বোঝা নামিয়ে দিয়ে মুক্তি পেয়েছি।

কুমুদ। নামিয়ে গান্ধিটুপি পরেছ।·· কিন্তু ঐটুকু টুপিতে ঢাকা পড়বে কি মাথার ভিতরের শয়তানি বুদ্ধি—এতদিনকার পর্বতপ্রমাণ দুষ্কৃতি?

মুরারি। নামান গান্ধিটুপি—

শিশির। আহা-হা, ও কি করছেন? স্বাধীনতা পেলাম—অতীতের কথা ভুলতে হবে আজকের এই দিন থেকে।

মুরারি। বটেই তো! কুমুদনাথ-আজিজ এঁরা যে কাজ করেছেন আর যজ্ঞেশ্বর-টমসন ওঁরা যে অকাজ করেছেন, বেমালুম সমস্ত ভুলে যেতে হবে। এই তো স্বাধীনতা!

যজ্ঞেশ্বর। এখন তো বলবেই! কিন্তু খেয়াল রেখো, গুলি শুধু কুমুদনাথকেই করি নি। এই সেদিন অবধি বন্দুক ছুঁড়তে হয়েছে।

নইলে আমাদের এ জায়গাও নোয়াখালির বেহদ্দ যেত, হিন্দুর অস্তিত্ব থাকত না। নেমকহারাম তোমরা, তাই স্বীকার করছ না। লীগ-গবর্নমেণ্টের চাকরি করেও তলে তলে স্বজাতের জন্য লড়ে এসেছি।

মুরারি। সে-ও এক প্যাঁচ। কাঁধের ভূত নেমে যাবার সময় বাড়ির আমগাছের একখানা বড় ডাল ভেঙে দিয়ে যায়—যাবার মুখে তেমনি ইংরেজের শেষ কামড়। স্বাধীনতা-সৈনিকের যারা চিরকালের শত্রু, দাঙ্গার দুর্যোগে রাতারাতি তারা জাতিত্রাতা দেশত্রাতা হয়ে উঠল। স্বাধীন-ভারতে যাদের কোর্টমার্শাল হবার কথা, হঠাৎ দেখলাম—জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রেরা পঞ্চমুখ তাদের গুণকীর্তনে।·· পালান কেন ? নামিয়ে রেখে যান গান্ধিটুপি—

জনতার মধ্য থেকেও ধ্বনিত হয়—নামাও। মুরারি ও কয়েক জন পলায়নপর যজ্ঞেশ্বরকে অনুসরণ করল।

মলিনা এগিয়ে এসে কুমুদনাথকে প্রণাম করলেন।

মলিনা। তুমি অত বড় লোক! আমাদের চাষার বাড়ি উঠে চাষার মেয়ে বিয়ে করে কত দুঃখ পেয়েছ! কত যাচ্ছে-তাই করে বলেছি, কত অপমান করেছি!

কুমুদ। তবু বাঁচিয়ে রেখেছ দেশত্রাতা স্বজাতিত্রাতা ঐ যজ্ঞেশ্বরদের কবল থেকে। আহত রুগ্ন অসহায় অবস্থায় তোমাদের উঠানে উঠে মিথ্যা-পরিচয় দিলাম, সরল চাষার মেয়ে বলেই অতি সহজে তা মেনে নিলে। লাঙল-গরু ক্ষেত-খামারের মধ্যে এমন গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম যে যজ্ঞেশ্বরের ভাইব্রাদাররা কতবার স্বচক্ষে দেখেও চিনতে পারে নি।···ব্রত সিদ্ধ হয়েছে বলে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলাম কালো-বউ। তোমার ভাই আমায় ধাপ্পা দিয়ে এসেছে বরাবর—

অনিরুদ্ধ। আমি ? কি ধাপ্পা দিয়েছি বলুন—

কুমুদ। বলেছিলে, বঙ্গভঙ্গ রদ বয়ে গেছে—

অনিরুদ্ধ। হয়েছিল বই কি! সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লির দরবারে নিজে এসে—

কুমুদ। মিথ্যা কথা। ভাঁওতা। কার্জনি-বিধান এখনো চলছে। কবন্ধ বাংলাদেশ ছটফট করছে। সাঁইত্রিশ বছর আগে যা দেখে গিয়েছিলাম, অবিকল তাই। কিম্বা আরও মর্মান্তিক তার চেয়ে। নিষ্ফল আমাদের জীবন-সাধনা।···আর আমি সাঁইতলা ফিরব না কালোবউ। এত দুর্গতি দেখে গিয়ে চুপচাপ আমি কেমন করে থাকব?

সুশীল এগিয়ে এলেন।

সুশীল। একটিবার আপনি বেদির উপর উঠে দাঁড়ান দাদা। মানুষজন উতলা হয়েছে, ঠেলাঠেলি করছে মুখ দেখবার জন্য।

কুমুদ। মুখ আমি দেখাব কি করে? আজকের মতো এমনই এক পনেরোই আগস্টের দিনে ঠিক এইখানে নিশানাথ জল চেয়েছিল, তেষ্টার এক ঢোক জল দিতে পারি নি তার মুখে। বিপিন-আজিজ রক্তাক্ত উলুবনে মুখ গুবড়ে পড়ে ছিল। সে কি ঐ যজ্ঞেশ্বররা ভোল বদলে তক্ত আঁকড়ে বসবে সেইজন্য? ·· এ আনন্দের দিন নয় সুশীল, শোকের দিন। কান থাকে তো শোন, ছিন্ন-অঙ্গ রক্তাক্ত দেশের আর্তনাদ। পতাকা অবনমিত থাক—উল্লাসে পতাকা উড়াবার দিন এখনো আসে নি।··· আমি খুনে—নিষ্পাপ তরুণদের বলি দিইছি। এতটুকু পথ এগোতে পারি নি। উল্টে এই হল, নিশানাথ আজিজ উমা কিম্বা আমি ভারতীয় বলবার অধিকার পর্যন্ত খোয়ালাম।

সুশীল। শান্ত হও—সব ঠিক হয়ে যাবে দাদা। ভাইয়ে ভাইয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। পাকিস্তান হয়েছে, মুসলমানরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছেন এ-পারে আমাদেরই মতো। দেশ-শাসনের

দায়িত্ব নিয়ে বাংলার দুই খণ্ডে দাঁড়িয়েছে স্বপ্রতিষ্ঠ দুই সম্প্রদায়—কেউ কারো চেয়ে হীন নয় আর এখন।…এই শেষ নয়—আবার একবার বিবেচনা হবে। তখন জীবিকা ও জাতীয় অস্তিত্বের প্রয়োজনেই স্বেচ্ছায় মিলব আমরা। আমরা এক—আমরা এক—অপ্রত্যয়ের কুযাশা অপনোদিত হয়ে ঐক্যবোধ দৃঢ়তর হবে। আপাতত এই একটা বিজয় লাভ করেছি, তৃতীয় পক্ষ জাহাজ ভাসিয়ে বিদায় নিয়ে গেছে—

কুমুদ। সত্যি ?

সুশীল ঘাড় নাড়লেন।

কুমুদ। বিশ্বাস হয় না। বর্ণচোরা জাত—সহজে যাবে না। ঘাপটি মেরে আছে হয়তো অন্য কোন মূর্তিতে!…তাদের সকল রকম শয়তানি নির্মূল করব—আজকের দিনে এই একমাত্র সঙ্কল্প হোক—

মলিনা এগিয়ে এসে সকাতরে কুমুদনাথের হাত জড়িয়ে ধরলেন।

মলিনা। তোমার আমন-ক্ষেত নিড়ানো হচ্ছে। দুটো নতুন ডিঙি গড়তে দিয়ে এসেছ। কালী-গাইয়ের বাছুর হয়েছে হয়তো এর ভিতর। ফিরে না গেলে কে দেখবে এ সমস্ত ?

উমা। আমি বলছি কুমুদ-দা, বুড়ো হয়ে গিয়েছ—দু-হাত নুলো, দেহ অপটু। আর ছুটোছুটি করা চলবে না, এবার বিশ্রাম তোমার।

কুমুদ। আর একদিন এমনি তো পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলে উমা। ছেলেমানুষ ছিলে, গায়ে বল ছিল, গায়ের জৌলুষ ছিল, চোখে জল আসত কথায় কথায়। সেদিন পার নি, আজও পেরে উঠবে না।

সুশীল। পথ বদলে গেছে দাদা। নতুন কালে সংগ্রামের নবীন ধারা। স্বাধীনতা মানে শুধু মনিব-বদল নয়—সর্বমানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা—

কুমুদ। যে পথে যেমন করে হোক, কার্জনি-শয়তানি পাকাপাকি রদ করাব। ভাঙা দেশ, বিভক্ত মানুষের সম্প্রদায় জোড়া লাগবে আবার। স্বাধীনতার দিনে নতুন রাখিবন্ধন শুরু কর সুশীল—

সুশীল। তাই করব। আজিজ-নিশানাথ-বিপিনের নাম নিয়ে আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করছি। বাংলার হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান-বৌদ্ধ সকলের এক ভাষা, এক সাহিত্য; লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতি অবিকল একরকম। সকলের পেটে সমান ক্ষুধা; সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান শোষকশ্রেণী। এই অমোঘ ঐক্যচেতনা অবৈজ্ঞানিক অনৈতিহাসিক খণ্ডন বিলুপ্ত করবে আমাদের মধ্য থেকে। এক হব আমরা—রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে নয়, উদার মনুষ্যত্বের স্ফুরণে। এপারের মানুষ আমরা ওপারের মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে আসব। ওপারের মানুষদের এপারে ডেকে আনব রাখি পরাবার জন্য—

কুমুদ। কিন্তু হলদে রাখি নয়। হাজার হাজার সবত্যাগীর রক্তে রাঙা হয়ে গেছে সেবারের রাখির হলদে রং—

মনোজ বসুর বই—
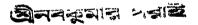
বাঁশের কেল্লা যুগান্তর—জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের গৌরবময় পটভূমিকায় আলোচ্য উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। খ্যাতিমান সাহিত্যিকের মধুক্ষরা লেখনীর মুখে নীল-বিদ্রোহ, সশস্ত্র অভিযান, লবণ সত্যাগ্রহ ও আগস্ট-বিপ্লবের অশ্রুসিক্ত অধ্যায়গুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।·· মর্মচেরা আত্মদানের বিস্মৃত-প্রায় বিচিত্র কাহিনী, সংগ্রাম ও সংগঠনের ভুলে-যাওয়া ইতিহাস চলচ্চিত্রের মতই একে একে ছায়া ফেলে যায় মনে। ইতিহাসের সেই ঝরাপাতা কুড়াইয়া সাহিত্যের রসে ভিজাইয়া লেখক জাতির জীবনপ্রবাহকে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। HINDUSTHAN STANDRAD—The novel unfolds the epic-story of India's struggle for freedom which during the hundred and fifty years of British rule shook out of their peaceful slumber the quiet little villages all over the country...What Monoj Babu has given us, of course, is a work of fiction—the literary excellence of which is of a high order. But when history fails, fiction has to step in to bridge the gulf. Episodes which are apparently unconnected have been welded into an integrated whole with masterly skill and the resultant gripping narrative is a brilliant first-rate novel. The author of BHULI NAI to use a cliches has added one more feather to his cap. দাম দুই টাকা বার আনা।

বিপর্যয় রঙমহলে অভিনীত। আনন্দবাজার—কোন নাটকের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তাহার সব কিছুই আছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততর। ডায়ালোগ জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি। বিষয়বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। দাম দুই টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প বাছাই-করা গল্পের সংগ্রহ। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখিত বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকা। লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও ছবি। পরিচ্ছন্ন বাঁধাই। দাম পাঁচ টাকা।

ভুলি নাই ১৭শ সং। আধুনিক কালের সর্বাধিকবিক্রিত উপন্যাস। ২৲

কাচের আকাশ সর্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ। ২৲

উলু বনমর্মর-যুগে লেখা রহস্যছন্দিত অতুলন অপরূপ কাহিনীপ্রচয়। ২।০

একদা নিশীথ কালে শোভন সচিত্র ৩য় সং। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিবান বই। 'হালকা লেখাতেও মনোজ বসুর ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইবেন।' (শনিবারের চিঠি) ২৲

আগষ্ট, ১৯৪২ ২য় সং। আগস্ট-বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় উপন্যাস। ৩॥০

সৈনিক ৫ম সং। 'বলিষ্ঠ আশাবাদ নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গি দেশ ও দেশের

খানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অনন্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।' (যুগান্তর) ৩॥০

প্লাবন ২য় সং। নাট্যভারতীতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক। 'নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপিচাতুর্যে রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।' (যুগান্তর) ১॥০

নূতন প্রভাত ৫ম সং। 'এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এই ভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলায় পড়ি নাই।' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) ১॥০

নরবাঁধ ৩য় সং।...'বস্তুত বাংলা-সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন বা না লিখুন, বাংলার কথাশিল্পীদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবী করিতে পারেন।' (শ্রীমোহিতলাল মজুমদার—বঙ্গদর্শন)। ২৲